শ্রীরামকৃষ্ণপূজাপদ্ধতি

উদ্বোধন কার্যালয়
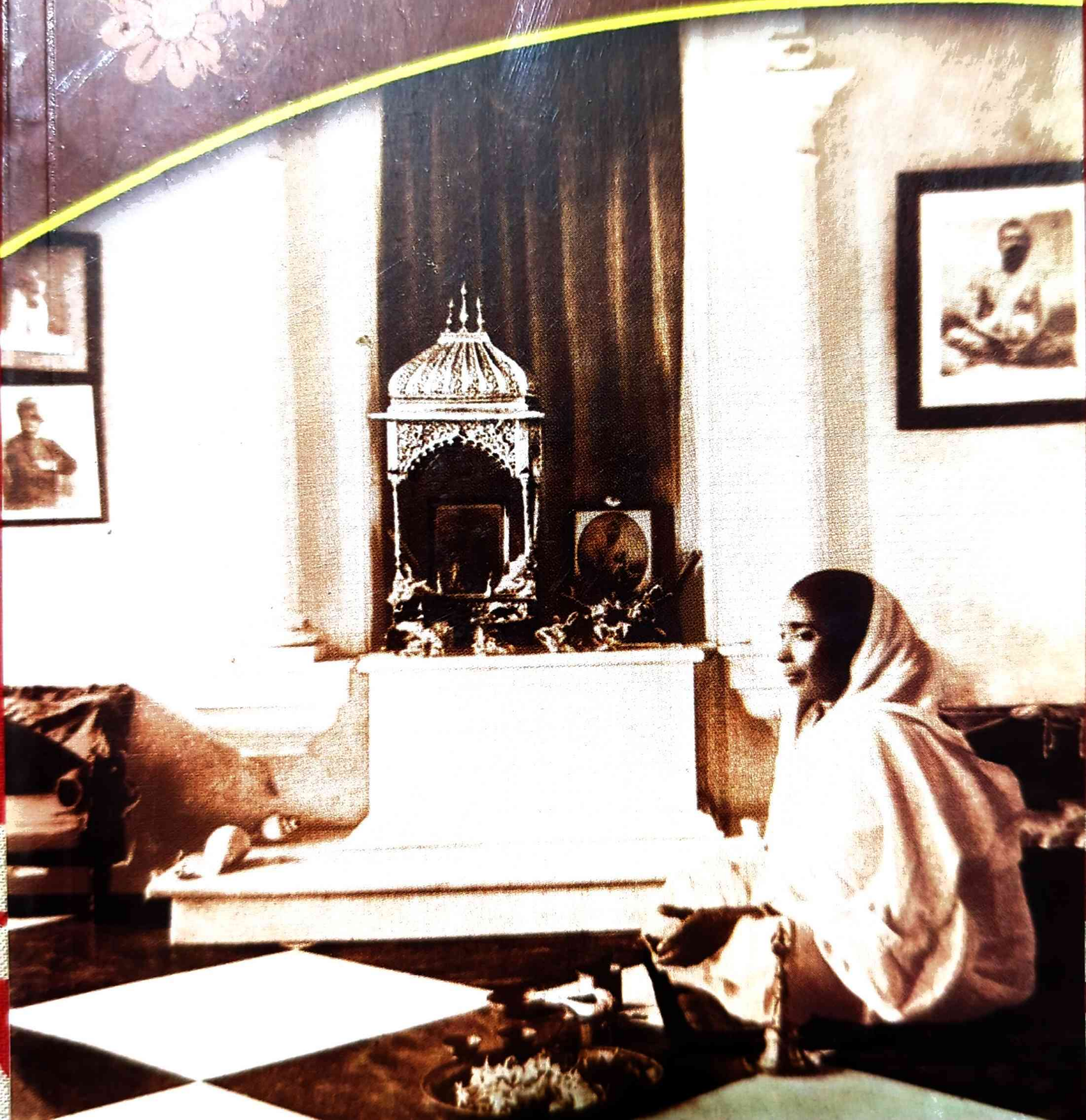
শ্রীরামকৃষ্ণপূজাপদ্ধতি

স্বামী হিতানন্দ

উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা

প্রকাশক
স্বামী নিত্যমুক্তানন্দ
রামকৃষ্ণ মঠ, বাগবাজার
উদ্বোধন কার্যালয়
১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার
কলকাতা-৭০০ ০০৩
email : baghbazar.publication@rkmm.org

প্রথম প্রকাশ
৫ বৈশাখ ১৩৬৮

দশম সংস্করণ
কার্তিক ১৪২৩
নভেম্বর ২০১৬

চতুর্থ পুনর্মুদ্রণ
শ্রাবণ ১৪২৯
August 2022
4M4C

ISBN 81-8040-007-7

মুদ্রক
রমা আর্ট প্রেস
৬/৩০ দমদম রোড
কলকাতা-৭০০ ০৩০

PHONES PBX : (033)
2654-1144 2654-5700
2654-1180 2654-5701
2654-5391 2654-5702
2654-9581 2654-5703
2654-9681 2654-8494
FAX : 033-2654-4346
E-Mail : rkmpm@cal2.vsnl.net.in

RAMAKRISHNA MATH
P.O. BELUR MATH, DIST. HOWRAH
WEST BENGAL : 711 202
INDIA

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণঃ শরণম্

আশীর্বাণী

কলকাতা উদ্বোধন কার্যালয় থেকে প্রকাশিত 'শ্রীরামকৃষ্ণপূজাপদ্ধতি' বইখানি শ্রীরামকৃষ্ণ-পূজার সুবিন্যস্ত একখানি বিধি-পুস্তক। গত পঞ্চাশ বছরেরও অধিককাল ধরে রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন আশ্রমে এই বই অনুযায়ী শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর নিত্য এবং বিশেষ পূজাদি হয়ে আসছে। তাছাড়া এতে শিবরাত্রি ও মহাবীরের পূজার সংক্ষিপ্ত বিধি সন্নিবেশিত হওয়ায় যাঁরা এই পূজাগুলিও করতে চান তাঁদেরও সুবিধা হয়েছে। প্রথম প্রথম বইখানির ব্যবহার খুবই সীমাবদ্ধ ছিল, অনেকটা উত্তর ভারতে আমাদের আশ্রমগুলির মধ্যেই। কিন্তু ধীরে ধীরে তা বিস্তারলাভ করে। ইতিমধ্যেই দেশের কয়েকটি আশ্রম থেকে এই বই অনুযায়ী আঞ্চলিক ভাষায় কয়েকখানি পূজাপদ্ধতি বেরিয়েছে। বর্তমানে আমাদের সবগুলি আশ্রমে এই পদ্ধতি অনুযায়ী শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা হয়ে থাকে। তাছাড়াও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভক্তদের পরিচালিত যেসব আশ্রম আছে সেসব আশ্রম এবং বহু ভক্তের বাড়িতেও শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজায় এই বিধিই অনুসৃত হয়। তাই বইখানি এখন আদর্শ মানের সর্বভারতীয় পূজাবিধিরূপে গণ্য বলা যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর কৃপা করে সাধু-ভক্তের পূজা-অর্ঘ্য গ্রহণ করে তাঁদের সর্বকল্যাণ সাধন করুন—এই প্রার্থনা।

(স্বামী আত্মস্থানন্দ)
সঙ্ঘাধ্যক্ষ
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন

বেলুড় মঠ, হাওড়া
১৮ বৈশাখ ১৪১৬
২ মে ২০০৯

দশম সংস্করণের প্রকাশকের নিবেদন

'শ্রীরামকৃষ্ণপূজাপদ্ধতি'-র নবম সংস্করণের বেশ কয়েকটি পুনর্মুদ্রণ হয় এবং বর্তমানে তা নিঃশেষিত হওয়ায় দশম সংস্করণ প্রকাশ করা হলো। এই সংস্করণে বিশেষ কিছু পরিবর্তন বা পরিবর্ধন হয়নি। শুধুমাত্র কিছু বানান ও ছাপার ভুল সংশোধন এবং পাঠের সুবিধার্থে অক্ষরের আকার কিছুটা বড় করা হয়েছে।

আশা করি, এই সংস্করণটিও আগের সংস্করণের মতোই ভক্তমণ্ডলী ও শ্রীরামকৃষ্ণ পূজানুষ্ঠানকারী সকলের নিকট সমান গুরুত্ব পাবে।

উদ্বোধন কার্যালয়
বাগবাজার, কলকাতা-৩
১৩ নভেম্বর ২০১৬

নিবেদক
স্বামী নিত্যমুক্তানন্দ

নবম সংস্করণের প্রকাশকের নিবেদন

'শ্রীরামকৃষ্ণপূজাপদ্ধতি'-র নবম সংস্করণ যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের অশেষ কৃপায় প্রকাশিত হইল। ১৩৬৮ বঙ্গাব্দের বৈশাখ বা ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের অক্টোবর হইতে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর এই স্বল্পকলেবর গ্রন্থটির সংস্করণের পর সংস্করণ, মুদ্রণের পর পুনর্মুদ্রণ নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত হইয়াই চলিয়াছে। বিভিন্ন সময়ের সংস্করণে প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিমার্জনাদি সংযোজিত হইয়াছে বেলুড়ের শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের পূজ্যপাদ স্বামী মাধবানন্দ, স্বামী হিতানন্দ, স্বামী গীতানন্দ, স্বামী প্রমেয়ানন্দ প্রমুখ বরেণ্য সন্ন্যাসীদের দ্বারা। সেসকল তথ্য ভূমিকাতে উল্লিখিত হইয়াছে। বর্তমান সংস্করণের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে বর্তমান সঙ্ঘাধ্যক্ষ পূজ্যপাদ স্বামী আত্মস্থানন্দ মহারাজ লিখিত একটি মুখবন্ধ যাহাকে আমরা তাঁহার আশীর্বাণীরূপে গ্রহণ করিয়াছি। এই সংস্করণটিকে মুদ্রণপ্রমাদ যথাসাধ্য মুক্ত করিতে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছেন বেলুড় মঠের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যাপক আচার্য স্বামী জুষ্টানন্দ। বর্তমান সাধারণ সম্পাদক স্বামী প্রভানন্দ মহারাজের সহায়তা ও সহযোগিতার কথা বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। ইঁহাদের সকলকেই শ্রদ্ধা ও বিনম্র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। প্রকাশনাকার্যে সাহায্যের জন্য শ্রী উৎপল মুখোপাধ্যায় ও অপর সহকর্মীদিগকেও কৃতজ্ঞতা জানাই।

নিবেদক
স্বামী মুমুক্ষানন্দ
প্রকাশক

উদ্বোধন কার্যালয়
বাগবাজার, কলকাতা-৩
গুরুপূর্ণিমা
২২ আষাঢ় ১৪১৬
৭ জুলাই ২০০৯

ভূমিকা

'শ্রীরামকৃষ্ণপূজাপদ্ধতি' প্রকাশিত হইল। ইহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজীর সাধারণ এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের বিশেষ পূজাপদ্ধতি সন্নিবেশিত হইয়াছে। মঠ ও মিশনের বিভিন্ন কেন্দ্রে শিবরাত্রি ও মহাবীরের পূজা হইয়া থাকে, সেজন্য সংক্ষেপে মহাবীরের পূজা ও শিবরাত্রিতে শিবপূজাবিধিও দেওয়া হইল। পরিশিষ্টে মঠের প্রাচীন মহারাজগণ কর্তৃক অনুসৃত 'ভাবের পূজা'র কথাও প্রদত্ত হইল। ভাব বা ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ব্যতীত শুধু অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ নিষ্ফল। কিন্তু এই ভাবরাজ্যে যাইতে হইলে সাধারণের পক্ষে অনুষ্ঠানের সাহায্য ব্যতীত অগ্রসর হওয়াও কষ্টকর। তজ্জন্য উভয়বিধ বিধিই ইহাতে উল্লিখিত হইল।

বেলুড় মঠের অধ্যক্ষ স্বামী মাধবানন্দজী মহারাজ ইহার আদ্যোপান্ত দেখিয়া দিয়াছেন। পুস্তকখানি শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা ও স্বামীজী প্রমুখের পূজার বিষয়ে ভক্ত ও সাধুগণের কিঞ্চিৎ সাহায্যে আসিলেও আমাদের পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করিব।

ইতি
বিনীত
প্রকাশক

৫ বৈশাখ, ১৩৬৮
অক্ষয়তৃতীয়া

সূচিপত্র

শ্রীরামকৃষ্ণপূজাপদ্ধতি

পূর্বাহ্ণে স্নানাহ্নিকাদি সমাপনপূর্বক বিশুদ্ধভাবে পূজামণ্ডপে প্রবেশ করিয়া দেবতাকে প্রণামানন্তর পূজাদ্রব্যাদি যথাস্থানে স্থাপন ও ধূপদীপ প্রজ্বালিত করিয়া উত্তর বা পূর্বমুখী হইয়া আসনে উপবেশন করিবে এবং ইষ্টমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পাঠ করিবে—

ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যং বরেণ্যং বরদং শুভম্।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্বকর্মাণি কারয়েৎ॥

আচমন—অতঃপর আচমন করিবে। গোকর্ণাকৃতি দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠের মূলদেশে মাষকলাই ডুবিতে পারে এই পরিমাণ জল গ্রহণ করিয়া **ওঁ বিষ্ণুঃ** মন্ত্রে তিন বার পান করিবে। তৎপরে দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠ-মূল দ্বারা মিলিত ওষ্ঠদ্বয় দক্ষিণ হইতে বামদিকে দুই বার মার্জনা করিবে ও হস্তপ্রক্ষালন করিয়া তর্জনী, মধ্যমা ও অনামা—এই অঙ্গুলিত্রয়ের সম্মিলিত অগ্রভাগ দ্বারা ওষ্ঠ ও অধর স্পর্শ করিবে। এইরূপে অঙ্গুষ্ঠ-তর্জন্যগ্র দ্বারা দক্ষিণ ও বাম নাসাপুট এবং অঙ্গুষ্ঠ-অনামাগ্র দ্বারা দক্ষিণ ও বাম চক্ষু এবং দক্ষিণ ও বাম কর্ণ স্পর্শ করিবে। অতঃপর অঙ্গুষ্ঠ-কনিষ্ঠাগ্র দ্বারা নাভিদেশ স্পর্শ করিয়া হস্তপ্রক্ষালনপূর্বক করতল দ্বারা হৃদয়, সমস্ত অঙ্গুল্যগ্র

দ্বারা মস্তক, দক্ষিণ ও বাম বাহুমূল স্পর্শ করিয়া হস্তপ্রক্ষালন করিবে এবং কৃতাঞ্জলিপুটে পাঠ করিবে—

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ, দিবীব চক্ষুরাততম্।
ওঁ অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্বাবস্থাং গতোঽপি বা।
যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরশুচিঃ॥ (১)

সামান্যার্ঘ্য-স্থাপন—নিজের সম্মুখে ভূমিতে বামদিকে ত্রিকোণ,

---

১ বিশেষ পূজায় আচমন করিয়া কুশাঙ্গুরীয় ধারণ করিবে এবং কৃতাঞ্জলিপুটে পাঠ করিবে—

ওঁ দেব তৎ প্রাকৃতং চিত্তং পাপাক্রান্তমভূন্মম।
তন্নিঃসারয় চিত্তান্মে পাপং হূঁ ফট্ চ তে নমঃ॥
ওঁ সূর্যঃ সোমো যমঃ কালো মহাভূতানি পঞ্চ চ।
এতে শুভাশুভস্যেহ কর্মণো নব সাক্ষিণঃ॥

অতঃপর পুণ্যাহবাচন ও সঙ্কল্পাদি করিবে। হাতে আতপ তণ্ডুল লইয়া পড়িবে—

ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ (শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য শুভজন্মতিথিনিমিত্তক-) শ্রীরামকৃষ্ণপূজাকর্মণি ওঁ পুণ্যাহং ভবন্তো ব্রুবন্তু।

তিন বার **ওঁ পুণ্যাহং** বলিবে ও আতপ তণ্ডুল ছড়াইবে।

এইরূপে **ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ (শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য শুভজন্মতিথিনিমিত্তক- শ্রীরামকৃষ্ণপূজাকর্মণি ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু।**

তিন বার **ওঁ স্বস্তি** বলিবে ও তণ্ডুল ছড়াইবে।

তাহার বাহিরে বৃত্ত ও তাহার বাহিরে চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া তদুপরি পূজা করিবে—

পুনরায় **ওঁ কর্তব্যেঽস্মিন্ (শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য শুভজন্মতিথিনিমিত্তক-) শ্রীরামকৃষ্ণপূজাকর্মণি ওঁ ঋদ্ধিং ভবন্তো ব্রুবন্তু।**

তিন বার **ওঁ ঋদ্ধ্যতাম্** বলিবে ও তণ্ডুল ছড়াইবে।

পরে নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে আবার তণ্ডুল ছড়াইবে।

ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি নঃ পূষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তি নস্তার্ক্ষ্যো অরিষ্টনেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু। ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি ওঁ স্বস্তি।

পরে করজোড়ে পাঠ করিবে—

ওঁ সূর্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্যহঃ ক্ষপা।
পবনো দিক্‌পতির্ভূমিরাকাশং খচরামরাঃ।
ব্রাহ্ম্যং শাসনমাস্থায় কল্পধ্বমিহ সন্নিধিম্॥

অনন্তর সঙ্কল্প করিবে—

তাম্রপাত্রে কুশ, তিল, তুলসী, হরীতকী, গন্ধ, পুষ্প ও জল লইয়া বাম করতলে স্থাপন করিবে ও দক্ষিণ করতল দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া বীরাসনে (দক্ষিণ জানু পাতিয়া) পূর্বমুখী (বা উত্তরমুখী) হইয়া বলিবে—

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ যথাসাধ্যবিধিনা শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য পার্ষদভক্তাশ্রিতজনহৃদয়েষু নিত্যলীলাভাব-বিকাশনায় নিখিলজনগণমধ্যে তন্মাহাত্ম্যযশোবৃদ্ধয়ে তৎপ্রীতয়ে চ গুর্বাদিপূজাপূর্বকং (শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য শুভজন্মতিথিনিমিত্তক-) সর্বদেবদেবীস্বরূপশ্রীরামকৃষ্ণপূজনং

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্ত্যাদিভ্যো নমঃ।

পরে **ফট্** মন্ত্রে কোশা প্রক্ষালনপূর্বক মণ্ডলোপরি স্থাপন করিয়া **নমঃ** মন্ত্রে জলপূর্ণ করিবে এবং **ওঁ** মন্ত্রে কোশার অগ্রভাগে একটি অর্ঘ্য (বিল্বপত্র, গন্ধপুষ্প, দূর্বা ও আতপ তণ্ডুল) সাজাইয়া দিবে; পরে অঙ্কুশমুদ্রায় জলস্পর্শ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে সূর্যমণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহন করিবে—

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্মদে সিন্ধু-কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

অতঃপর জলে গন্ধপুষ্প প্রদানপূর্বক **হূঁ** মন্ত্রে অবগুণ্ঠনমুদ্রা, **বং** মন্ত্রে ধেনুমুদ্রায় অমৃতীকরণ এবং মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদন করিয়া দশ বার **ওঁ** মন্ত্র জপ করিবে।

তদীয়শ্রীচরণাশ্রিতোঽহং করিষ্যে (পরার্থে—করিষ্যামি) এবং হস্তস্থিত পাত্র ঈশানকোণে উপুড় করিয়া দিবে ও তদুপরি নিম্নোক্ত মন্ত্রে তণ্ডুল ছড়াইবে—

ওঁ যজ্জাগ্রতো দূরমুদৈতি দৈবং তদু সুপ্তস্য তথৈবৈতি।
দূরঙ্গমং জ্যোতিষাং জ্যোতিরেকং তন্মে মনঃ শিবসংকল্পমস্তু॥

পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে—

ওঁ সংকল্পিতার্থাঃ সিধ্যন্তু, সিদ্ধাঃ সন্তু মনোরথাঃ।
ভক্তিজ্ঞানোদয়ায় অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।

অতঃপর সামান্যার্ঘ্য স্থাপন করিবে।

দ্বারপূজা (১)—অর্ঘ্য-জল দ্বারদেশে ছিটাইয়া দিয়া পূজা করিবে—

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে দ্বারদেবতাভ্যো নমঃ, নৈঋতকোণে—

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ব্রহ্মণে নমঃ। ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে বাস্তুপুরুষায় নমঃ।

ভূতাপসারণ (২)—**ফট্** মন্ত্র আতপ চাউলে সাত বার জপ করিয়া সেই চাউল নারাচমুদ্রায় নিম্নোক্ত মন্ত্রে চারিদিকে ছড়াইয়া দিবে—

ওঁ সর্ববিঘ্নানুৎসারয় হূঁং ফট্ স্বাহা।
ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥

---

১ বিশেষ পূজায় দ্বারদেবতার প্রত্যেকের পৃথক পৃথক পূজা করিতে হয়। যথা—**ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে বিঘ্নায় নমঃ**। এইরূপে **ওঁ শ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ, ওঁ ঐঁ...সরস্বত্যৈ নমঃ, ওঁ...বিঘ্নেশায় নমঃ, ওঁ...ক্ষেত্রপালায় নমঃ, ওঁ গাং...গঙ্গায়ৈ নমঃ, ওঁ যাং...যমুনায়ৈ নমঃ, ওঁ...অস্ত্রায় নমঃ।**

২ বিশেষ পূজায় ভূতাপসারণের পূর্বে মাষভক্তবলি দিতে হয়। ভূমিতে রক্তচন্দন দ্বারা একটি ত্রিকোণমণ্ডল করিয়া তদুপরি—**ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে মণ্ডলায় নমঃ। ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ভূতাদিভ্যো নমঃ** মন্ত্রে পূজা করিবে এবং একটি পাত্রে মাষকলাই, দই, হরিদ্রাচূর্ণ ও আলতা একত্র মিশ্রিত করিয়া মণ্ডলোপরি রাখিয়া—**ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে মাষভক্তবলয়ে নমঃ** মন্ত্রে পূজা করিবে। অতঃপর **ওঁ এষ মাষভক্তবলিঃ ভূতাদিভ্যো নমঃ** মন্ত্রে নিবেদন করিবে ও পরে করজোড়ে পাঠ করিবে—

ভূমিশুদ্ধি—**ওঁ রক্ষ রক্ষ হূঁ ফট্ স্বাহা** মন্ত্রে মুষ্টিনিঃসৃত জল ভূমিতে প্রক্ষেপ করিবে।

আসনশুদ্ধি—ভূমিতে (আসনের নিম্নে) ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া **ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্ত্যাদিভ্যো নমঃ** এই মন্ত্রে মণ্ডল পূজা করিবে। পরে আসন স্পর্শ করিয়া বলিবে—

ওঁ অস্য আসনোপবেশনমন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠঋষিঃ সুতলং ছন্দঃ কূর্মো দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে—**ওঁ পৃথ্বি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা। ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্॥**

তৎপরে আসনের উপর ত্রিকোণ মণ্ডল অঙ্কন করিয়া **হ্রীঁ এতে**

ওঁ ভূতাঃ প্রেতাঃ পিশাচাশ্চ যে বসন্ত্যত্র ভূতলে।
তে গৃহ্ণন্তু ময়া দত্তং বলিমেনং প্রসাধিতম্॥
ওঁ পূজিতা গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্বলিভিস্তর্পিতাস্তথা।
দেশাদস্মাদ্বিনিঃসৃত্য পূজাং পশ্যন্তু মৎকৃতাম্॥

পরে একটি পাত্রে খই, দূর্বা, কুশ, চন্দন, শ্বেতসর্ষপ, তণ্ডুল ইত্যাদি একত্র করিয়া **ওঁ অস্ত্রায় ফট্** এই মন্ত্র তদুপরি সাত বার জপ করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে নারাচমুদ্রায় ছড়াইয়া দিবে ও ঘণ্টা বাদন করিবে।—

ওঁ সর্ববিঘ্নানুৎসারয় হুঁ ফট্ স্বাহা।
ওঁ অপসর্পন্তু তে ভূতা যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ।
যে ভূতা বিঘ্নকর্তারস্তে নশ্যন্তু শিবাজ্ঞয়া॥

গন্ধপুষ্পে আধারশক্তয়ে কমলাসনায় নমঃ মন্ত্রে ঐ মণ্ডল গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে।

গুরুপ্রণাম—কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিবে। বাম কর্ণোর্ধ্বে—**ঐঁ গুরুভ্যো নমঃ**; তদূর্ধ্বে—**ঐঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ**; তদূর্ধ্বে—**ঐঁ পরাপরগুরুভ্যো নমঃ**; তদূর্ধ্বে—**ঐঁ পরমেষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ**; দক্ষিণ কর্ণোর্ধ্বে—**ওঁ গণেশায় নমঃ**; মধ্যে—**ওঁ ঐঁ সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ**।

করশুদ্ধি—**হেসৌঁ** মন্ত্রে দক্ষিণ হস্তে সচন্দনরক্তপুষ্প গ্রহণ করিয়া **আং হূঁ ফট্ স্বাহা** মন্ত্রে উভয় করতল দ্বারা মর্দন করিয়া বাম হস্তে লইয়া **ক্লীঁ** মন্ত্রে মস্তকের চতুর্দিকে ভ্রামিত করিবে। পরে **ঐঁ** মন্ত্রে ঘ্রাণ লইয়া **ফট্** মন্ত্রে নারাচমুদ্রায় ঈশানকোণে নিক্ষেপ করিবে।

পুষ্পশুদ্ধি—**ওঁ শতাভিষেক হূঁ ফট্ স্বাহা** মন্ত্রে পুষ্পে জলের ছিটা দিয়া **ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে। পুষ্পচয়াবকীর্ণে চ হূঁ ফট্ স্বাহা॥** মন্ত্রে পুষ্প স্পর্শ করিয়া শোধন করিবে।

দিব্যবিঘ্ননিবারণ ও দিগ্বন্ধন—মূলমন্ত্র **ওঁ ঐঁ** উচ্চারণ করিয়া ঊর্ধ্বদিকে দৃষ্টিপাত করিবে। পরে তর্জনী ও মধ্যমাঙ্গুলিসংযোগে বাম করতলে **ফট্** মন্ত্রে ঊর্ধ্বোর্ধ্ব তালত্রয় দিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনীর দ্বারা পূর্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া ঈশানকোণ পর্যন্ত এবং অধঃ ও ঊর্ধ্ব—এই দশ দিকে **ফট্** মন্ত্রে তুড়ি দিবে।

ভূমিবিঘ্ননিবারণ—ফট্ মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ভূমিতে বাঁ পায়ের গোড়ালি দ্বারা তিন বার আঘাত করিবে।

অন্তরিক্ষবিঘ্ননিবারণ—হস্তে জল লইয়া **অস্ত্রায় ফট্** মন্ত্রে উপরের দিকে ছিটাইয়া দিবে।

দেবতা ও পূজাদ্রব্য শুদ্ধি—বীজমন্ত্রের সহিত **ফট্** মন্ত্র (**ওঁ ঐঁ ফট্**) উচ্চারণ করিয়া দেবতা ও পূজাদ্রব্য তিন বার প্রোক্ষণ করিবে এবং ধেনুমুদ্রা দেখাইবে।

মন্ত্রশুদ্ধি—মাতৃকাবর্ণদ্বারা পুটিত করিয়া বীজমন্ত্র জপ করিবে অথবা সংক্ষেপে অষ্টবর্গের আদ্যবর্ণদ্বারা পুটিত করিয়া জপ করিবে। যথা—**অং ঐঁ অং, কং ঐঁ কং, চং ঐঁ চং, টং ঐঁ টং, তং ঐঁ তং, পং ঐঁ পং, যং ঐঁ যং, শং ঐঁ শং।**

বহ্নিপ্রাকারচিন্তা—রং মন্ত্রে চারিদিকে জলধারা দিয়া চতুর্দিকে বহ্নিপ্রাকার চিন্তা করিবে।

দেহমার্জন ও আত্মরক্ষা—মূলমন্ত্র পাঠ করিতে করিতে করদ্বয় দ্বারা নিজের দেহ মার্জনা করিবে। পরে হৃদয়ে হস্ত দিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে—

ওঁ দুর্গে দুর্গে রক্ষিণি স্বাহা। ওঁ আং হূং ফট্ স্বাহা।

প্রাণায়াম—দক্ষিণ হস্তের তর্জনী ও মধ্যমা মুষ্টিবদ্ধের ন্যায় সঙ্কুচিত করিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসা রোধপূর্বক মূলমন্ত্রের

আদ্যক্ষর (ঐঁ) বা প্রণব (ওঁ) ১৬ বার জপ করিতে করিতে বাম নাসায় আকৃষ্ট বায়ু দ্বারা নিজদেহ পূর্ণ করিবে। এই জপকালে বাম হস্তে সংখ্যা রাখিতে হইবে। ইহার নাম পূরক। এইরূপে দক্ষিণ নাসা বন্ধ রাখিয়াই অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা বাম নাসা রোধপূর্বক উক্ত বীজ পূর্বের ন্যায় ৬৪ বার জপ করিবে। ইহাই কুম্ভক। অনন্তর অঙ্গুষ্ঠ পরিত্যাগপূর্বক ৩২ বার ঐ বীজ জপ করিতে করিতে দক্ষিণ নাসা দ্বারা অল্প অল্প বায়ু ত্যাগ করিবে। ইহার নাম রেচক। এইরূপ অবিচ্ছেদে পুনর্বার দক্ষিণ নাসা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিবে। পরে অবিচ্ছেদে পুনর্বার প্রথম বারের ন্যায় বাম নাসা হইতে আরম্ভ করিয়া পূরক, কুম্ভক ও রেচক করিবে। এইরূপে অবিচ্ছেদে তিন বার পূরক, তিন বার কুম্ভক ও তিন বার রেচকে একটি প্রাণায়াম সিদ্ধ হইল। এইরূপে পূরকে ১৬ বার, কুম্ভকে ৬৪ বার এবং রেচকে ৩২ বার জপ করিতে অসমর্থ হইলে ইহার চতুর্থাংশ জপ দ্বারা প্রাণায়াম করিবে। অর্থাৎ পূরকে ৪ বার, কুম্ভকে ১৬ বার ও রেচকে ৮ বার জপ করিবে।

ভূতশুদ্ধি (১)—নিম্নোক্ত মন্ত্রচতুষ্টয় পাঠ করিলে সংক্ষেপে ভূতশুদ্ধি হয়।

ওঁ ভূতশৃঙ্গাটাচ্ছিরঃ সুষুম্নাপথেন
জীবশিবং পরমশিবপদে যোজয়ামি স্বাহা॥১॥

---

১ সমর্থ হইলে বিস্তারিত ভূতশুদ্ধি করা বিধেয়। যথা, বাম করতলে দক্ষিণ করপৃষ্ঠ কোলের উপর রাখিয়া হৃদয়স্থ নিবাতনিষ্কম্প দীপকলিকাবৎ জীবাত্মাকে মূলাধারে আনয়ন করিয়া কুণ্ডলিনীতে লীন করিবে। পরে হূঁ

ওঁ যং লিঙ্গশরীরং শোষয় শোষয় স্বাহা॥২॥
ওঁ রং সংকোচশরীরং দহ দহ স্বাহা॥৩॥

এই বীজ উচ্চারণ দ্বারা প্রসুপ্তা কুণ্ডলিনীকে জাগ্রতা করিয়া **সোঽহম্** এই মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক মূলাধার সঙ্কোচন দ্বারা জীবাত্মাসহ কুলকুণ্ডলিনীকে সুষুম্নামার্গে উত্থাপিত করিবে এবং ক্রমে মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা নামক চক্রে চতুর্দল, ষড়্দল, দশদল, দ্বাদশদল, ষোড়শদল ও দ্বিদল পদ্ম ভেদ করিয়া শিরোঽবস্থিত অধোমুখ সহস্রদল-কমল-কর্ণিকার অন্তর্গত পরমাত্মাতে সংযুক্ত করিবে এবং তাহাতেই ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ, ঘ্রাণ, জিহ্বা, নেত্র, ত্বক্, কর্ণ, বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, প্রকৃতি, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বকে বিলীন চিন্তা করিবে। অনন্তর বাম নাসাপুটে **যং** এই ধূম্রবর্ণ বায়ুবীজকে ভাবনা করিয়া প্রাণায়ামবিধি অনুসারে এই বীজ ১৬ বার জপ করিয়া বায়ু দ্বারা দেহ পূর্ণ করিবে এবং নাসাপুট রোধ করিয়া ৬৪ বার জপ দ্বারা কুম্ভক করিয়া বাম কুক্ষিস্থিত কৃষ্ণবর্ণ পিঙ্গলচক্ষু পাপপুরুষের ধ্যান করিবে।

ধ্যানমন্ত্র— **বামপার্শ্বস্থিতং পাপপুরুষং কজ্জ্বলপ্রভম্।**
ব্রহ্মহত্যাশিরস্কঞ্চ স্বর্ণস্তেয়ভুজদ্বয়ম্॥
সুরাপানহৃদাযুক্তং গুরুতল্পকটিদ্বয়ম্।
তৎসংসর্গিপদদ্বন্দ্বমঙ্গপ্রত্যঙ্গপাতকম্॥
উপপাতকরোমাণং রক্তশ্মশ্রুবিলোচনম্।
খড়্গচর্মধরং ক্রুদ্ধমেবং কুক্ষৌ বিচিন্তয়েৎ॥

তৎপরে পাপপুরুষের সহিত সূক্ষ্মদেহ পরিশুষ্ক হইল চিন্তা করিবে এবং ঐ **যং** বীজ ৩২ বার জপ করিয়া দক্ষিণ নাসিকায় বায়ু রেচন

ওঁ পরমশিব সুষুম্নাপথেন
মূলশৃঙ্গাটমুল্লসোল্লস জ্বল জ্বল প্রজ্জ্বল প্রজ্জ্বল
সোঽহং হংসঃ স্বাহা॥৪॥

ব্যাপকন্যাস—ভূতশুদ্ধি সমাপন করিয়া আং হূঁ ফট্ স্বাহা মন্ত্রে (অথবা ওঁ ঐঁ মূলমন্ত্রে) মস্তক হইতে পদাঙ্গুলি পর্যন্ত ও পদাঙ্গুলি হইতে মস্তক পর্যন্ত উভয় হস্ত দ্বারা তিন বার মার্জন করিবে। ইহাই ব্যাপকন্যাস। এতদ্দ্বারা নিজ শরীর, বাক্য ও মন পরিশুদ্ধ হইল এইরূপ চিন্তা করিবে।

করিবে। অনন্তর দক্ষিণ নাসাপুটে **রং** এই রক্তবর্ণ বহ্নিবীজকে চিন্তা করিয়া ঐ বীজ ১৬ বার জপ করিয়া বায়ু দ্বারা দেহ পূর্ণ করিবে এবং নাসাপুটদ্বয় রোধ করিয়া ঐ বীজ ৬৪ বার জপসহকারে কুম্ভক করিয়া মূলাধারস্থিত বহ্নিদ্বারা পাপপুরুষসহ সূক্ষ্মশরীর দগ্ধ করিবে; পুনর্বার ঐ বীজ ৩২ বার জপ করিয়া বাম নাসাপুট দ্বারা দগ্ধ ভস্মসহ ঐ বায়ু রেচন করিবে। পরে বাম নাসাপুটে **ঠং** এই শুক্লবর্ণ চন্দ্রবীজকে ধ্যান করিয়া ঐ বীজ ১৬ বার জপ করিয়া এবং শ্বাস আকর্ষণপূর্বক চন্দ্রকে ললাটদেশে নীত ভাবনা করিয়া নাসাপুটদ্বয় রোধ করিবে; তৎপরে **বং** এই বরুণবীজ ৬৪ বার জপ করিতে করিতে কুম্ভক করিয়া উল্লিখিত চন্দ্র হইতে বিগলিত পঞ্চাশন্মাতৃকাবর্ণস্বরূপ সুধা দ্বারা সমগ্র দেহকে নবরচিত দিব্যদেহ বলিয়া চিন্তা করিবে। পরে **লং** এই পৃথ্বীবীজ ৩২ বার জপ করিয়া এবং নিজদেহকে সুদৃঢ় ভাবনা করিয়া দক্ষিণ নাসাপুট দ্বারা বায়ু রেচন করিবে। তৎপরে **হংসঃ** এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পরমাত্মাতে বিলীন কুণ্ডলিনীসহ জীবাত্মা ও চতুর্বিংশতিতত্ত্ব সুষুম্নামার্গ দ্বারা পুনরায় স্ব স্ব স্থানে আবির্ভূত হইলেন, এইরূপ ভাবনা করিবে।

জীবন্যাস—নবরচিত দিব্যদেহে ইষ্টদেবতার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য 'সোঽহং' ভাবনা করিয়া লেলিহানমুদ্রায় হৃদয় স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবে ও পরে আপনাকে দেবতাময় চিন্তা করিবে—

আং হ্রীঁং ক্রোঁ যং রং লং বং শং ষং সং হৌঁ হংসঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবতায়াঃ প্রাণা ইহ প্রাণাঃ। আং হ্রীঁ ক্রোঁ... শ্রীরামকৃষ্ণদেবতায়াঃ জীব ইহ স্থিতঃ। আং হ্রীঁ ক্রোঁ... শ্রীরামকৃষ্ণদেবতায়াঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি। আং হ্রীঁ ক্রোঁ... শ্রীরামকৃষ্ণদেবতায়াঃ বাঙ্‌মনশ্চক্ষুস্ত্বক্‌শ্রোত্রঘ্রাণপ্রাণা ইহাগত্য সুখং চিরং তিষ্ঠন্তু স্বাহা॥

মাতৃকান্যাস—প্রথমে কৃতাঞ্জলি হইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে—

ওঁ অস্য মাতৃকামন্ত্রস্য ব্রহ্মঋষিঃ, গায়ত্রীচ্ছন্দো, দেবী মাতৃকা সরস্বতী দেবতা, হলো বীজানি স্বরাঃ শক্তয়ঃ অব্যক্তং কীলকং সর্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে লিপিন্যাসে বিনিয়োগঃ।

তত্ত্বমুদ্রায় মস্তক স্পর্শ করিয়া বলিবে—ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ। মুখে—ওঁ গায়ত্রীচ্ছন্দসে নমঃ। হৃদয়ে—ওঁ মাতৃকা সরস্বত্যৈ দেবতায়ৈ নমঃ। মূলাধারে—ওঁ হল্‌ভ্যো বীজেভ্যো নমঃ। পাদদ্বয়ে—ওঁ স্বরেভ্যঃ শক্তিভ্যো নমঃ। সর্বাঙ্গে—ওঁ অব্যক্তকীলকায় নমঃ। উক্ত সকল স্থলেই তত্ত্বমুদ্রায় স্পর্শ করিবে।

করন্যাস—অং কং খং গং ঘং ঙং আং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া উভয় হস্তের তর্জনী দ্বারা উভয় অঙ্গুষ্ঠ স্পর্শ

করিবে। **ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং তর্জনীভ্যাং স্বাহা** মন্ত্রে উভয় অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উভয় তর্জনী, **উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং মধ্যমাভ্যাং বষট্** মন্ত্রে উভয় অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উভয় মধ্যমা, **এং তং থং দং ধং নং ঐং অনামিকাভ্যাং হূঁ** মন্ত্রে উভয় অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উভয় অনামিকা এবং **ওং পং ফং বং ভং মং ঔং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্** মন্ত্রে উভয় অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উভয় কনিষ্ঠা স্পর্শ করিবে। পরে **অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্** বলিয়া দক্ষিণ হস্তের যুক্ত তর্জনী ও মধ্যমা দ্বারা বাম হস্তের তল ও পৃষ্ঠ স্পর্শ করিয়া বাম করতলে তালি দিবে।

অঙ্গন্যাস—অতঃপর **অং কং খং গং ঘং ঙং আং হৃদয়ায় নমঃ** বলিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জনী মধ্যমা ও অনামার অগ্রদেশ দ্বারা বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিবে। এইরূপে **ইং চং ছং জং ঝং ঞং ঈং শিরসে স্বাহা** বলিয়া তর্জনী ও মধ্যমার অগ্রভাগ দ্বারা মস্তক; **উং টং ঠং ডং ঢং ণং ঊং শিখায়ৈ বষট্** বলিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা শিখা; **এং তং থং দং ধং নং ঐং কবচায় হূঁ** বলিয়া দক্ষিণ হস্তের পঞ্চাঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা বাম বাহুমূল ও বাম হস্তের পঞ্চাঙ্গুলির অগ্রভাগ দ্বারা দক্ষিণ বাহুমূল; **ওং পং ফং বং ভং মং ঔং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্** বলিয়া তর্জনী, মধ্যমা ও অনামার অগ্রভাগ দ্বারা যথাক্রমে দক্ষিণ নেত্র, ঊর্ধ্ব নেত্র (নাসামূল) ও বাম নেত্র স্পর্শ করিবে। পরে **অং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং অঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্** বলিয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জনী ও মধ্যমা যোগ করিয়া বাম হস্তের তল ও পৃষ্ঠ স্পর্শপূর্বক বাম করতলে

তালি দিবে। অঙ্গন্যাস ও করন্যাসের প্রণালী সর্বত্রই একরূপ, কেবল মন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন।[১]

গন্ধাদির অর্চনা—ন্যাসাদি সমাপন করিয়া গন্ধাদির পূজা করিবে।

---

১ বিশেষ পূজায় এই ন্যাসগুলি করিতে হয় ঃ

অন্তর্মাতৃকান্যাস—ব্রহ্মরন্ধ্রে পরমাত্মার সহিত কুণ্ডলিনীর সংযোগবশত অমৃতময় যে মাতৃকাবর্ণসমুদয় ক্ষরিত হইতেছে, সেইগুলিকে ষট্‌পদ্মের দলে দলে ক্রমশ চিন্তা করিয়া তত্ত্বমুদ্রায় বা একটি পুষ্পদ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক ন্যাস করিতে হইবে। যথা—

কণ্ঠে বিশুদ্ধচক্রে (ষোড়শদলে)—**অং নমঃ আং নমঃ ইং নমঃ ঈং নমঃ উং নমঃ ঊং নমঃ ঋং নমঃ ৠং নমঃ ৯ং নমঃ ৡং নমঃ এং নমঃ ঐং নমঃ ওং নমঃ ঔং নমঃ অং নমঃ অঃ নমঃ।**

হৃদয়ে অনাহতচক্রে (দ্বাদশদলে)—**কং নমঃ খং নমঃ গং নমঃ ঘং নমঃ ঙং নমঃ চং নমঃ ছং নমঃ জং নমঃ ঝং নমঃ ঞং নমঃ টং নমঃ ঠং নমঃ।**

নাভিতে মণিপুরচক্রে (দশদলে)—**ডং নমঃ ঢং নমঃ ণং নমঃ তং নমঃ থং নমঃ দং নমঃ ধং নমঃ নং নমঃ পং নমঃ ফং নমঃ।**

লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠানচক্রে (ষড়্‌দলে)—**বং নমঃ ভং নমঃ মং নমঃ যং নমঃ রং নমঃ লং নমঃ।**

গুহ্যদেশে মূলাধারে (চতুর্দলে)—**বং নমঃ শং নমঃ ষং নমঃ সং নমঃ।**

ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাচক্রে (দ্বিদলে)—**হং নমঃ ক্ষং নমঃ।**

ওঁ এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ বলিয়া তিন বার জলের ছিটা দিবে। পরে গন্ধপুষ্প লইয়া বলিবে—**ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে এতেভ্যো গন্ধাদিভ্যো নমঃ** (পুষ্পপাত্রে), **ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় শ্রীবিষ্ণবে**

বাহ্যমাতৃকান্যাস—হস্তে পুষ্প গ্রহণ করিয়া ধ্যান করিবে—

ওঁ পঞ্চাশল্লিপিভির্বিভক্তমুখদোঃপন্মধ্যবক্ষঃস্থলাং
ভাস্বন্মৌলিনিবদ্ধচন্দ্রশকলামাপীনতুঙ্গস্তনীম্।
মুদ্রামক্ষগুণং সুধাঢ্যকলসং বিদ্যাঞ্চ হস্তাম্বুজৈ-
র্বিভ্রাণাং বিশদপ্রভাং ত্রিনয়নাং বাগ্‌দেবতামাশ্রয়ে॥

অনন্তর নিম্নোক্ত মুদ্রায় শরীরের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যথোক্ত মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া এক একটি মাতৃকাবর্ণের (স্পর্শ করিয়া) ন্যাস করিবে।

মুদ্রাকরণে অসর্মথ হইলে পুষ্প দ্বারা বা তত্ত্বমুদ্রায় ন্যাস করিবে।

মধ্যমা ও অনামা দ্বারা ললাটে **অং নমঃ**; তর্জনী, মধ্যমা ও অনামা দ্বারা মুখমণ্ডলে—**আং নমঃ**। অঙ্গুষ্ঠ ও অনামা দ্বারা দক্ষিণ চক্ষুতে—**ইং নমঃ**; বাম চক্ষুতে—**ঈং নমঃ**। অঙ্গুষ্ঠপৃষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ কর্ণে—**উং নমঃ**; বাম কর্ণে—**ঊং নমঃ**। কনিষ্ঠাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসায়—**ঋং নমঃ**; বাম নাসায়—**ৠং নমঃ**। তর্জনী, মধ্যমা ও অনামা দ্বারা দক্ষিণ গণ্ডে—**ঌং নমঃ**; বাম গণ্ডে—**ৡং নমঃ**। মধ্যমা দ্বারা ওষ্ঠে—**এং নমঃ**; অধরে—**ঐং নমঃ**। অনামা দ্বারা ঊর্ধ্বদন্তপঙ্‌ক্তিতে—**ওং নমঃ**; অধোদন্তপঙ্‌ক্তিতে—**ঔং নমঃ**। মধ্যমা দ্বারা মস্তকে—**অং নমঃ**। অনামা দ্বারা মুখবিবরে—**অঃ নমঃ**। মধ্যমা, অনামা ও কনিষ্ঠা দ্বারা দক্ষিণ বাহুমূল হইতে চারিটি সন্ধিস্থানে ও অঙ্গুলির অগ্রভাগে যথাক্রমে—**কং নমঃ, খং নমঃ, গং নমঃ, ঘং নমঃ, ঙং নমঃ**। বাম বাহুমূল হইতে চারিটি সন্ধিস্থানে ও অঙ্গুলির অগ্রভাগে যথাক্রমে—**চং**

নমঃ, ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানেভ্যঃ পূজনীয়দেবেভ্যো নমঃ (তাম্রকুণ্ডে)। পরে সূর্যার্ঘ্য দান করিবে। যথা—কুশীতে জল, রক্তপুষ্প, রক্তচন্দন, অক্ষত, দূর্বা প্রভৃতি লইয়া—

নমঃ, ছং নমঃ, জং নমঃ, ঝং নমঃ, ঞং নমঃ। দক্ষিণ পাদের চারিটি সন্ধিস্থানে ও অঙ্গুলির অগ্রভাগে যথাক্রমে—**টং নমঃ, ঠং নমঃ, ডং নমঃ, ঢং নমঃ, ণং নমঃ।** বাম পাদের চারিটি সন্ধিস্থানে ও অঙ্গুলির অগ্রভাগে যথাক্রমে—**তং নমঃ, থং নমঃ, দং নমঃ, ধং নমঃ, নং নমঃ।** মধ্যমা, অনামা ও কনিষ্ঠা দ্বারা দক্ষিণ পার্শ্বে—**পং নমঃ।** বাম পার্শ্বে—**ফং নমঃ।** পৃষ্ঠে—**বং নমঃ।** অঙ্গুষ্ঠ, মধ্যমা, অনামা ও কনিষ্ঠা দ্বারা নাভিতে—**ভং নমঃ।** সর্বাঙ্গুলি দ্বারা জঠরে—**মং নমঃ।** করতল দ্বারা হৃদয়ে—**যং নমঃ।** ঐরূপে দক্ষিণ স্কন্ধে—**রং নমঃ।** ঐরূপে গ্রীবাদেশে—**লং নমঃ।** ঐরূপে বাম স্কন্ধে—**বং নমঃ।** ঐরূপে হৃদয় হইতে দক্ষিণ বাহুর অঙ্গুল্যগ্র পর্যন্ত—**শং নমঃ।** ঐরূপে হৃদয় হইতে বাম বাহুর অঙ্গুল্যগ্র পর্যন্ত—**ষং নমঃ।** ঐরূপে হৃদয় হইতে দক্ষিণ পাদের অঙ্গুল্যগ্র পর্যন্ত—**সং নমঃ।** ঐরূপে হৃদয় হইতে বাম পাদের অঙ্গুল্যগ্র পর্যন্ত—**হং নমঃ।** ঐরূপে হৃদয় হইতে উদর পর্যন্ত—**লং নমঃ।** ঐরূপে হৃদয় হইতে মুখমণ্ডল পর্যন্ত—**ক্ষং নমঃ।**

সংহারমাতৃকান্যাস—

(ধ্যান) **ওঁ অক্ষস্রজং হরিণপোতমুদগ্রটঙ্কং**
বিদ্যাং করৈরবিরতং দধতীং ত্রিনেত্রাম্।
অর্ধেন্দুমৌলিমরুণামরবিন্দসংস্থাং
বর্ণেশ্বরীং প্রণমত স্তনভারনম্রাম্॥

এই প্রকার ধ্যান করিয়া বাহ্যমাতৃকান্যাসের বিপরীতক্রমে সেই সেই স্থানে যথোক্ত মুদ্রায় ও মন্ত্রে ন্যাস করিবে। যথা—

ওঁ নমো বিবস্বতে ব্রহ্মন্ ভাস্বতে বিষ্ণুতেজসে।
জগৎসবিত্রে শুচয়ে সবিত্রে কর্মদায়িনে॥

এষোঽর্ঘ্যঃ ওঁ শ্রীসূর্যায় নমঃ মন্ত্রে সম্মুখস্থ বাণেশ্বরাদি যন্ত্রের উপর অর্ঘ্যদান করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রণাম করিবে—

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

শ্রীগুর্বাদিপূজা (১)—সম্মুখস্থিত তাম্রপাত্রস্থ জলে বা বাণেশ্বরাদি

করতল দ্বারা হৃদয় হইতে মুখ পর্যন্ত—**ক্ষং নমঃ**, উদর পর্যন্ত—**লং নমঃ**, বাম পাদের অঙ্গুল্যগ্র পর্যন্ত—**হং নমঃ**, দক্ষিণ পাদের অঙ্গুল্যগ্র পর্যন্ত—**সং নমঃ**, এইরূপে ক্রমশঃ ললাটে **অং নমঃ** পর্যন্ত করিবে। পরে বর্ণন্যাস করিবে—

বর্ণন্যাস—তত্ত্বমুদ্রায় নিম্নপ্রকার ন্যাস করিবে—

হৃদয়ে —**অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৠং ঌং ৡং নমঃ।**
দক্ষিণ হস্তে —**এং ঐং ওং ঔং অং অঃ কং খং গং ঘং নমঃ।**
বাম হস্তে —**ঙং চং ছং জং ঝং ঞং টং ঠং ডং ঢং নমঃ।**
দক্ষিণ পাদে —**ণং তং থং দং ধং নং পং ফং বং ভং নমঃ।**
বাম পাদে —**মং যং রং লং বং শং ষং সং হং লং ক্ষং নমঃ।**

১ বিশেষ পূজায় শ্রীগুরু, গণেশাদি পঞ্চদেবতা (গণেশ, শিব, সূর্য, নারায়ণ ও কৌষিকী বা জয়দুর্গা) এবং বাণেশ্বর শিবের পৃথক পৃথক পূজা পঞ্চোপচারে বা দশোপচারে করিতে হয়। যথা—

গুরুপূজা—শিরোঽবস্থিত সহস্রদল কমলের অন্তর্গত শ্বেতবর্ণ

যন্ত্রের উপরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে পূজা করিবে এবং প্রণাম করিবে। যথা—

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীগুরবে নমঃ।

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে গণেশায় নমঃ।

দ্বাদশদল পদ্মে শ্রীগুরুদেবের করুণাময় বিগ্রহের ধ্যান করিয়া মনে মনে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি উপচার দ্বারা পূজা করিতে হয়।

ধ্যান—কূর্মমুদ্রাযোগহস্তে পুষ্প লইয়া ধ্যান করিবে—

ওঁ ব্রহ্মানন্দং পরমসুখদং কেবলং জ্ঞানমূর্তিং
দ্বন্দ্বাতীতং গগনসদৃশং তত্ত্বমস্যাদি লক্ষ্যম্।
একং নিত্যং বিমলমচলং সর্বধীসাক্ষিভূতং
ভাবাতীতং ত্রিগুণরহিতং সদ্‌গুরুং তং নমামি॥

এই প্রকারেও কেহ কেহ ধ্যান করিয়া থাকেন—'ওঁ ধ্যায়েচ্ছিরসি শুক্লাব্জে দ্বিনেত্রং দ্বিভুজং গুরুম্। শ্বেতাম্বরপরিধানং শ্বেতমাল্যানুলেপনম্॥ বরাভয়করং শান্তং করুণাময়বিগ্রহম্। বামেনোৎপলধারিণ্যা শক্ত্যালিঙ্গিতবিগ্রহম্। স্মেরাননং সুপ্রসন্নং সাধকাভীষ্টদায়কম্॥'

এই প্রকার ধ্যান করিয়া হস্তস্থিত পুষ্প সম্মুখের তাম্রপাত্রস্থ জলে বা বাণেশ্বর শিবের উপর বা যন্ত্রান্তরে স্থাপন করিয়া শ্রীগুরুর সাক্ষাৎ উপস্থিতি চিন্তা করিয়া পূজা করিবে—

ওঁ এষ গন্ধঃ	**শ্রীগুরবে**	**নমঃ।**
ওঁ ইদং সচন্দনপুষ্পং	,,	,,
ওঁ ইদং সচন্দনবিল্বপত্রং	,,	,,
ওঁ এষ ধূপঃ	,,	,,
ওঁ এষ দীপঃ	,,	,,
ওঁ ইদং নৈবেদ্যং	,,	,,

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে শিবাদিপঞ্চদেবতাভ্যো নমঃ।

(সম্ভব হইলে পঞ্চদেবতাদিগকে পৃথগ্‌ভাবে গন্ধপুষ্প দিবে। যথা—

পরে প্রণাম করিবে—

ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকার° ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যে‍‍ তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

গণেশপূজা—ধ্যান (কূর্মমুদ্রায় রক্তপুষ্প লইয়া)—

ওঁ খর্বং স্থূলতনুং গজেন্দ্রবদনং লম্বোদরং সুন্দরং
প্রস্যন্দন্মদগন্ধলুব্ধমধুপব্যালোলগণ্ডস্থলম্।
দন্তাঘাতবিদারিতারিরুধিরৈঃ সিন্দূরশোভাকরং
বন্দে শৈলসুতাসুতং গণপতিং সিদ্ধিপ্রদং কামদম্॥

এবং গুরুপূজার প্রণালীতে পূজা করিবে—

গং এষ গন্ধঃ গণেশায় নমঃ।
গং ইদং সচন্দনপুষ্পং গণেশায় নমঃ।
গং এষ ধূপঃ গণেশায় নমঃ।

এইরূপে নৈবেদ্য পর্যন্ত নিবেদন করিয়া প্রণাম করিবে—

ওঁ দেবেন্দ্রমৌলিমন্দারমকরন্দকণারুণাঃ।
বিঘ্নং হরন্তু হেরম্বচরণাম্বুজরেণবঃ॥
একদন্তং মহাকায়ং লম্বোদরং গজাননম্।
বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং প্রণমাম্যহম্॥

শিবপূজা—ধ্যান (কূর্মমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণ করিয়া)—

ওঁ ধ্যায়েন্নিত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচন্দ্রাবতংসং
রত্নাকল্পোজ্জ্বলাঙ্গং পরশুমৃগবরাভীতিহস্তং প্রসন্নম্।

ওঁ নমঃ শিবায় এতে গন্ধপুষ্পে শিবায় নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীসূর্যায় নমঃ।
ওঁ নমো নারায়ণায় এতে গন্ধপুষ্পে নারায়ণায় নমঃ।
ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে জয়দুর্গায়ৈ নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে অগ্নয়ে নমঃ।)

পদ্মাসীনং সমন্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্ব্যাঘ্রকৃত্তিং বসানং
বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রম্॥

এই প্রকার ধ্যান করিয়া পূর্বোক্ত প্রণালীতে পূজা করিবে। পূজার পূর্বে নিম্নোক্ত মন্ত্রে ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে স্নান করাইবে—

ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্।
উর্বারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোর্মুক্ষীয় মাঽমৃতাৎ॥

অতঃপর পূজা করিবে—

ওঁ নমঃ শিবায় এষ গন্ধঃ শিবায় নমঃ।
ওঁ নমঃ শিবায় ইদং সচন্দনপুষ্পং শিবায় নমঃ।
ওঁ নমঃ শিবায় ইদং সচন্দনবিল্বপত্রং শিবায় নমঃ।

এইরূপে নৈবেদ্য পর্যন্ত নিবেদন করিবে। অতঃপর **ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে অষ্টমূর্তিভ্যো নমঃ** বলিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিয়া প্রণাম করিবে—

ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় কারণত্রয়হেতবে।
নিবেদয়ামি চাত্মানং গতিস্ত্বং পরমেশ্বর॥

সূর্যপূজা—সূর্যপূজায় বিল্বপত্র এবং তুলসীপত্র নিষিদ্ধ। ধ্যান (কূর্মমুদ্রায় রক্তপুষ্প গ্রহণ করিয়া)—

ওঁ রক্তাম্বুজাসনমশেষগুণৈকসিন্ধুং
ভানুং সমস্তজগতামধিপং ভজামি।

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে আদিত্যাদি-নবগ্রহেভ্যো নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ইন্দ্রাদি-দশদিক্‌পালেভ্যো নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে কাল্যাদি-দশমহাবিদ্যাভ্যো নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে মৎস্যাদি দশাবতারেভ্যো নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে সর্বাভ্যো দেবীভ্যো নমঃ।

পদ্মদ্বয়াভয়বরান্ দধতং করাব্জৈ-
র্মাণিক্যমৌলিমরুণাঙ্গরুচিং ত্রিনেত্রম্॥

এই প্রকার ধ্যান করিয়া ওঁ এষ গন্ধঃ শ্রীসূর্যায় নমঃ—এইরূপে নৈবেদ্য পর্যন্ত নিবেদন করিয়া প্রণাম করিবে—

ওঁ জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধ্বান্তারিং সর্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥

নারায়ণপূজা—ধ্যান (কূর্মমুদ্রায় শ্বেত গন্ধপুষ্প লইয়া)—

ওঁ ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্তী
নারায়ণঃ সরসিজাসনসন্নিবিষ্টঃ।
কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী-
হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ॥

এই প্রকার ধ্যান করিয়া পূজা করিবে—

ওঁ নমো নারায়ণায় এষ গন্ধঃ নারায়ণায় নমঃ।
ওঁ নমো নারায়ণায় ইদং সচন্দনপুষ্পং নারায়ণায় নমঃ।
ওঁ নমো নারায়ণায় ইদং সচন্দনতুলসীপত্রং ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা নারায়ণায় নমঃ।
ওঁ নমো নারায়ণায় এষ ধূপঃ নারায়ণায় নমঃ।

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে অকারাদিপঞ্চাশদ্বর্ণেভ্যো নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে প্রতিপদাদিতিথিভ্যো নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে কৃষ্ণপক্ষায় নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে শুক্লপক্ষায় নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে অমাবস্যায়ৈ নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে পূর্ণিমায়ৈ নমঃ।

এইরূপে নৈবেদ্য পর্যন্ত নিবেদন করিয়া প্রণাম করিবে—

ওঁ ত্রৈলোক্যপূজিতঃ শ্রীমান্ সদাবিজয়বর্ধনঃ।
শান্তিং কুরু গদাপাণে নারায়ণ নমোঽস্তু তে॥

জয়দুর্গা বা কৌষিকী পূজা—ধ্যান (কূর্মমুদ্রায় রক্তপুষ্প লইয়া)—

ওঁ হ্রীঁ কালাভ্রাভাং কটাক্ষৈররিকুলভয়দাং মৌলিবদ্ধেন্দুরেখাং
শঙ্খং চক্রং কৃপাণং ত্রিশিখমপি করৈরুদ্বহন্তীং ত্রিনেত্রাম্।
সিংহস্কন্ধাধিরূঢ়াং ত্রিভুবনমখিলং তেজসা পূরয়ন্তীং
ধ্যায়েদ্দুর্গাং জয়াখ্যাং ত্রিদশপরিবৃতাং সেবিতাং সিদ্ধিকামৈঃ॥

এই প্রকার ধ্যান করিয়া পূজা করিবে—

ওঁ হ্রীঁ এষ গন্ধঃ জয়দুর্গায়ৈ নমঃ। ওঁ হ্রীঁ ইদং সচন্দনপুষ্পং জয়দুর্গায়ৈ নমঃ। ওঁ হ্রীঁ ইদং সচন্দনবিল্বপত্রং জয়দুর্গায়ৈ নমঃ।

এই প্রকার ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া প্রণাম করিবে—

ওঁ সর্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে।
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তু তে॥

বাণেশ্বর শিবপূজা—যেখানে বাণেশ্বর শিব আছেন তথায় এই পূজা করিতে হইবে। ধ্যান—(কূর্মমুদ্রায় পুষ্প লইয়া)—

পীঠন্যাস (১)—মৃগমুদ্রায় বক্ষঃস্থল স্পর্শ করিয়া পাঠ করিবে—

ওঁ হ্রীঁ পীঠদেবতাভ্যো নমঃ। ওঁ হ্রীঁ পীঠশক্তিভ্যো নমঃ।

ঋষ্যাদিন্যাস—কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে—**ওঁ ঐঁ সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ ইত্যস্য মন্ত্রস্য ব্রহ্ম ঋষিঃ, গায়ত্রী ছন্দঃ, সর্বদেবদেবীস্বরূপঃ শ্রীরামকৃষ্ণো দেবতা ঋষ্যাদিন্যাসে বিনিয়োগঃ।**

ঐঁ প্রমত্তং শক্তিসংযুক্তং বাণাখ্যঞ্চ মহাপ্রভং।
কামবাণান্বিতং দেবং সংসারদহনক্ষমম্
শৃঙ্গারাদিরসোল্লাসং বাণাখ্যং পরমেশ্বরম্।
এবং ধ্যাত্বা বাণলিঙ্গং যজেত্তং পরমং শিবম্॥

এই প্রকার ধ্যান করিয়া পূর্বোক্ত মন্ত্রে (**ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে**... ইত্যাদি) (পৃঃ ২০) স্নান করাইয়া **ঐঁ এষ গন্ধঃ বাণেশ্বরশিবায় নমঃ** ইত্যাদি মন্ত্রে শিবপূজার মতো পূজা ও প্রণাম করিবে ও গৌরীপীঠে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে—**ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে গৌর্যৈ নমঃ।**

প্রণাম—ওঁ বাণেশ্বরায় নরকার্ণবতারণায় জ্ঞানপ্রদায় করুণাময়সাগরায়।
কর্পূরকুন্দধবলেন্দুজটাধরায় দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়॥

১ **পীঠন্যাস ও পীঠশক্তিন্যাস**—বিশেষ পূজায় প্রত্যেক পীঠদেবতাকে ন্যাস করিতে হয়। সর্বত্র প্রথমে **ওঁ** এবং পরে **নমঃ** যোগ করিয়া মৃগমুদ্রায় হৃদয় স্পর্শ করিয়া বলিবে—(যথা—**ওঁ আধারশক্তয়ে নমঃ**)।

আধারশক্তয়ে। প্রকৃত্যৈ। কূর্মায়। অনন্তায়। পৃথিব্যৈ। সুধাম্বুধয়ে। মণিদ্বীপায়। চিন্তামণিগৃহায়। পারিজাতায়। কল্পবৃক্ষায়। মণিবেদিকায়ৈ। রত্নসিংহাসনায়। মণিপীঠায়।

তত্ত্বমুদ্রায় স্পর্শ করিবে—(মস্তকে) **ওঁ ব্রহ্মণে ঋষয়ে নমঃ।** (মুখে) **ওঁ গায়ত্রী ছন্দসে নমঃ।** (হৃদয়ে) **ওঁ ঐঁ সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ।**

করন্যাস—(১২ পৃষ্ঠা দ্রঃ) **ঐঁ অঙ্গুষ্ঠ্যাভ্যাং নমঃ, রাং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, মং মধ্যমাভ্যাং বষট্, কৃং অনামিকাভ্যাং হুঁ, ষ্ণং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, ঐঁ রামকৃষ্ণঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।**

অঙ্গন্যাস—(১৩ পৃষ্ঠা দ্রঃ) **ঐঁ হৃদয়ায় নমঃ, রাং শিরসে স্বাহা, মং শিখায়ৈ বষট্, কৃং কবচায় হুঁ, ষ্ণং নেত্রাভ্যাং বৌষট্, ঐঁ রামকৃষ্ণঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।**

(মণিপীঠের চতুর্দিকে) **মুনিভ্যঃ। দেবেভ্যঃ।** (দক্ষিণ স্কন্ধে) **ধর্মায়।** (বাম স্কন্ধে) **জ্ঞানায়।** (বাম ঊরুতে) **বৈরাগ্যায়।** (দক্ষিণ ঊরুতে) **ঐশ্বর্যায়।** (মুখে) **অধর্মায়।** (বাম পার্শ্বে) **অজ্ঞানায়।** (নাভিতে) **অবৈরাগ্যায়।** (দক্ষিণ পার্শ্বে) **অনৈশ্বর্যায়।** (পুনঃ হৃদয়ে) **অং অনন্তায়। পং পদ্মায়। আনন্দকন্দায়। সম্বিন্নালায়। প্রকৃতিময়পত্রেভ্যঃ। বিকারময়কেশরেভ্যঃ। তত্ত্বময়কর্ণিকায়ৈ। অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে। উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে। মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে। সং সত্ত্বায়। রং রজসে। তং তমসে। আং আত্মনে। অং অন্তরাত্মনে। পং পরমাত্মনে। হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে।**

হৃৎপদ্মের পূর্বাদি ঈশানকোণ পর্যন্ত কেশরে—**আং প্রভায়ৈ। ঈং মায়ায়ৈ। উং জয়ায়ৈ। এং সূক্ষ্মায়ৈ। ঐং বিশুদ্ধায়ৈ। ওং নন্দিন্যৈ। ঔং সুপ্রভায়ৈ। অং বিজয়ায়ৈ।** (মধ্যে) **অঃ সর্বসিদ্ধিদায়ৈ।**

ব্যাপকন্যাস—প্রণব পুটিত মূল মন্ত্র উচ্চারণ করিতে করিতে তিন বার বা পাঁচ বার ব্যাপকন্যাস করিবে (ওঁ ঐঁ **সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ ওঁ**)।

ধ্যান ও মানসপূজা—

ওঁ হৃদয়কমলমধ্যে রাজিতং নির্বিকল্পং
সদসদখিলভেদাতীতমেকস্বরূপম্।
প্রকৃতিবিকৃতিশূন্যং নিত্যমানন্দমূর্তিং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ॥

নিরুপমমতিসূক্ষ্মং নিষ্প্রপঞ্চং নিরীহং
গগনসদৃশমীশং সর্বভূতাধিবাসম্।
ত্রিগুণরহিতসচ্চিদ্‌ব্রহ্মরূপং বরেণ্যং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ॥

বিতরিতুমবতীর্ণং জ্ঞানভক্তিপ্রশান্তীঃ
প্রণয়গলিতচিত্তং জীবদুঃখাসহিষ্ণুম্।
ধৃতসহজসমাধিং চিন্ময়ং কোমলাঙ্গং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ॥

কূর্মমুদ্রায় পুষ্পগ্রহণ করিয়া হৃদয়ে জ্যোতির্ময় মূর্তি ভাবনাপূর্বক ধ্যান করিয়া ঐ পুষ্পটি স্বীয় মস্তকে স্থাপন করিয়া ক্রোড়ে বাম করতলের উপর দক্ষিণ করপৃষ্ঠ রাখিয়া মানসোপচারে পূজা করিবে। প্রথমে হৃৎপদ্মের অভ্যন্তরে সুধাসমুদ্র ভাবনা করিয়া এবং

তন্মধ্যে রত্নদ্বীপমধ্যস্থ কল্পতরুমূলে ইষ্টদেবতার রূপ চিন্তা করিয়া হৃৎপদ্মই আসনরূপে প্রদান করিবে। অতঃপর স্বাগত, আবাহন করিয়া সহস্রদলকমল-নিঃসৃত সুধারূপ পাদ্য, মনোরূপ অর্ঘ্য, পূর্বোক্ত সুধারূপ আচমনীয় ও স্নানীয়, আকাশতত্ত্বরূপ বসন, ক্ষিতিতত্ত্বরূপ গন্ধ, চিত্তরূপ পুষ্প, প্রাণরূপ ধূপ, তেজস্তত্ত্বরূপ দীপ, সুধাসমুদ্ররূপ নৈবেদ্য মনে মনে প্রদান করিবে।[১] সমর্থ

---

১ তন্ত্রোক্ত মানসপূজা—

ওঁ হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ।
পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যাৎ মনস্ত্বর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ॥
তেনামৃতেনাচমনীয়ং স্নানীয়ং তেন চ স্মৃতং।
আকাশতত্ত্বং বস্ত্রং স্যাৎ গন্ধঃ স্যাৎ গন্ধতত্ত্বকম্॥
চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ প্রকল্পয়েৎ।
তেজস্তত্ত্বঞ্চ দীপার্থং নৈবেদ্যং স্যাৎ সুধাম্বুধিঃ॥
অনাহতধ্বনির্ঘণ্টা বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরং।
সহস্রারং ভবেচ্ছত্রং শব্দতত্ত্বঞ্চ গীতকম্॥
নৃত্যমিন্দ্রিয়কর্মাণি চাঞ্চল্যং মনসস্তথা।
সুমেখলাং পদ্মমালাং পুষ্পং নানাবিধং তথা॥
অমায়াদ্যৈর্ভাবপুষ্পৈরর্চয়েৎ ভাবগোচরং।
অমায়মনহঙ্কারমরাগমমদং তথা॥
অমোহকমদম্ভঞ্চ অদ্বেষাক্ষোভকৌ তথা।
অমাৎসর্যমলোভঞ্চ দশপুষ্পং বিদুর্বুধাঃ॥
অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পমিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ।
দয়াপুষ্পং ক্ষমাপুষ্পং জ্ঞানপুষ্পঞ্চ পঞ্চমম্॥
ইতি পঞ্চদশৈর্ভাবপুষ্পৈঃ সম্পূজয়েৎ শিবম্।

হইলে এই সময়ে বিশেষার্ঘ্য স্থাপনপূর্বক[১] যন্ত্রের উপর **ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে পীঠদেবতাভ্যো নমঃ, ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে**

---

১ **বিশেষার্ঘ্য বা দানার্ঘ্য**—বিশেষ পূজায় এই সময়ে বিশেষার্ঘ্য স্থাপন করিতে হয়। নিজের সম্মুখে কোশার বামদিকে একটি ঊর্ধ্বমুখ ত্রিকোণ, তাহার বাহিরে বৃত্ত ও তাহার বাহিরে চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া সামান্যার্ঘ্য-জল দ্বারা প্রোক্ষণ করিবে এবং **ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্তয়ে নমঃ** মন্ত্রে মণ্ডলে পূজা করিবে। তদুপরি ত্রিপাদিকা স্থাপন করিয়া **ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে মং বহ্নিমণ্ডলায় দশকলাত্মনে নমঃ** মন্ত্রে ত্রিপাদিকায় পূজা করিবে এবং **ফট্** মন্ত্রে অর্ঘ্যপাত্র (শঙ্খ) ধুইয়া উহার উপর রাখিয়া **ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলাত্মনে নমঃ** মন্ত্রে পূজা করিবে। পরে মূলমন্ত্র **ঐঁ** উচ্চারণ করিয়া শঙ্খের তিন ভাগ জলদ্বারা পূর্ণ করিবে এবং অর্ঘ্য রচনা করিয়া তদুপরি স্থাপনপূর্বক **ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলাত্মনে নমঃ** মন্ত্রে অর্ঘ্যজলে পূজা করিবে। পরে অঙ্কুশমুদ্রায় ঐ জল স্পর্শ করিয়া **ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি নর্মদে সিন্ধুকাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু** মন্ত্রে সূর্যমণ্ডল হইতে তীর্থ আবাহন করিবে এবং **ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে তীর্থেভ্যো নমঃ** মন্ত্রে তীর্থপূজা করিবে। অতঃপর **বষট্** মন্ত্রে গালিনীমুদ্রা দেখাইয়া **ওঁ ঐঁ এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীরামকৃষ্ণষড়ঙ্গদেবতাভ্যো নমঃ** মন্ত্রে পূজা করিয়া আবাহন্যাদি-মুদ্রা দ্বারা অর্ঘ্যপাত্রে দেবতার আবাহন করিবে—

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ। ইহ তিষ্ঠ ইহ তিষ্ঠ। ইহ সন্নিধেহি ইহ সন্নিধেহি। ইহ সন্নিরুধ্যস্ব ইহ সন্নিরুধ্যস্ব। ইহ সম্মুখীভব ইহ সম্মুখীভব। অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ। এই প্রকার আবাহন করিয়া **ওঁ ঐঁ এতে গন্ধপুষ্পে সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ**

পীঠশক্তিভ্যো নমঃ মন্ত্রে পূজা করিবে। পুনরায় করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিয়া পূর্বোক্ত প্রকারে ধ্যান করিবে এবং হৃদয়স্থ

মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে এবং মৎস্যমুদ্রায় অর্ঘ্য আচ্ছাদন করিয়া মূলমন্ত্র দশ বার জপ করিবে। পরে বাম করতলে দক্ষিণ হস্তের তর্জনী ও মধ্যমা যোগে **ফট্‌** মন্ত্রে ঊর্ধ্বোর্ধ্ব তালত্রয় দিয়া ধেনু, যোনি ও পরমীকরণমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। অতঃপর এই অর্ঘ্য হইতে কিঞ্চিৎ জল প্রোক্ষণীপাত্রে নিক্ষেপ করিয়া মূলমন্ত্রে সেই জল মস্তকে ও পূজোপকরণে ছিটাইয়া দিবে। পরে পীঠপূজাদি করিবে।

পীঠদেবতা ও পীঠশক্তি পূজা—(যন্ত্রোপরি বা বাণেশ্বর শিবের উপরে) **ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে আধারশক্তয়ে নমঃ। ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে প্রকৃত্যৈ নমঃ** এইরূপে **ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে হ্রীঁ জ্ঞানাত্মনে নমঃ** পর্যন্ত পীঠপূজা করিয়া **ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে আং প্রভায়ৈ নমঃ, ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ঈং মায়ায়ৈ নমঃ**, এইরূপে **ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে অঃ সর্বসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ** পর্যন্ত পীঠশক্তি পূজা করিবে। (পীঠন্যাস ও পীঠশক্তিন্যাস ২৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। অতঃপর পুনরায় করন্যাস ও অঙ্গন্যাস করিবে। অতঃপর পুনরায় কূর্মমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণ করিয়া পূর্বোক্ত প্রকারে ধ্যান করিবে এবং মূলাধারস্থিত কুলকুণ্ডলিনীকে সুষুম্নাপথে সহস্রদলকমলে পরমাত্মার সহিত সংযুক্ত ভাবনা করিয়া হৃদয়স্থিত অষ্টদলপদ্মে আনয়নপূর্বক মূলমন্ত্র সহযোগে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জ্যোতির্ময় মূর্তি চিন্তা করিবে। তদনন্তর **যং** এই বায়ুবীজ উচ্চারণ করিয়া নাসাপুটে প্রশ্বাসের সহিত দেবতাকে স্বহৃদয় হইতে হস্তস্থিত পুষ্পে আনয়নপূর্বক কূর্মমুদ্রা সহযোগে সেই পুষ্প সম্মুখস্থ যন্ত্রোপরি বা দেবতার মস্তকোপরি স্থাপন করিবে এবং পরমীকরণমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া মূলমন্ত্রে তিন বার দেবতাকে অভ্যুক্ষণকরতঃ অর্চনা করিবে।

অষ্টদলপদ্মে দেবতার জ্যোতির্ময় মূর্তি হস্তস্থিত পুষ্পে আবির্ভূত ভাবনা করিয়া সেই পুষ্প সম্মুখস্থ যন্ত্রোপরি বা দেবতার মস্তকোপরি

ষোড়শোপচারে পূজা ঃ আসন—রৌপ্য বা বস্ত্রাদি-নির্মিত আসন সম্মুখস্থ কোনো আধারে স্থাপন করিয়া **বং এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ** মন্ত্রে তিন বার সামান্যার্ঘ্য-জল দ্বারা ছিটা দিয়া **ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে রজতাসনায় নমঃ, ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ** মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজান্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে—

ওঁ সর্বভূতান্তরস্থায় সর্বভূতান্তরাত্মনে
কল্পয়াম্যুপবেশার্থমাসনং তে নমো নমঃ।

ওঁ ঐঁ ইদং রজতাসনং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ মন্ত্রে অর্ঘ্যজলবিন্দু দ্বারা নিবেদন করিবে। পরে বাম হস্তস্পৃষ্ট দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জনী দ্বারা আসনটি উঠাইয়া দেবতা উহা গ্রহণ করিলেন চিন্তা করিয়া দেবতার বামদিকে স্থাপন করিবে।

স্বাগত (করজোড়ে বলিবে)—

ওঁ যস্য দর্শনমিচ্ছন্তি দেবাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে।
তস্মৈ তে পরমেশান স্বাগতং স্বাগতং প্রভো॥
অদ্য মে সফলং জন্ম জীবনং সফলাঃ ক্রিয়াঃ।
স্বাগতং যৎ ত্বয়া তন্মে তপসাং ফলমাগতম্॥

ওঁ ঐঁ সর্বদেবদেবীস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বাগতং সুস্বাগতং তে।

পাদ্য—কুশীতে সামান্যার্ঘ্য-জল লইয়া তাহাতে অগুরু, চন্দন, অপরাজিতা ইত্যাদি দিবে এবং আধারোপরি স্থাপন করিয়া পূর্ববৎ অর্চনাদি করিবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে—

স্থাপন করিবে। পরে পরমীকরণমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া মূলমন্ত্রে তিন বার দেবতাকে অভ্যুক্ষণ করিবে এবং পঞ্চোপচারে বা দশোপচারে দেবতার অর্চনা করিবে।

ওঁ যদ্ভক্তিলেশসম্পর্কাৎ পরমানন্দসংপ্লবঃ।
তস্মৈ তে পরমেশান পাদ্যং শুদ্ধায় কল্পয়ে॥

ওঁ ঐঁ এতৎ পাদ্যং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ মন্ত্রে দেবতার চরণযুগলের উদ্দেশে অর্পণ করিবে।

অর্ঘ্য—পূর্বস্থাপিত বিশেষার্ঘ্য (দানার্ঘ্য) হস্তে লইয়া অথবা কৃতাঞ্জলিপুটে পাঠ করিবে—

ওঁ দূর্বাক্ষতসমাযুক্তং বিল্বপত্রং তথা পরম্।
শোভনং শঙ্খপাত্রস্থং গৃহাণার্ঘ্যং মহেশ্বর॥

ওঁ ঐঁ এষোঽর্ঘ্যঃ সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় স্বাহা মন্ত্রে দেবতার মস্তকে দিবে।

আচমনীয়—কুশীতে বা অন্য পাত্রে সামান্যার্ঘ্য-জল লইয়া তাহাতে কর্পূর, অগুরু, চন্দন ইত্যাদি নিক্ষেপ করিয়া পূর্ববৎ অর্চনাপূর্বক পাঠ করিবে—

ওঁ মন্দাকিন্যাস্তু যদ্বারি সর্বপাপহরং শুভম্।
গৃহাণাচমনীয়ং ত্বং ময়া ভক্ত্যা নিবেদিতম্॥

ওঁ ঐঁ ইদমাচমনীয়োদকং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় স্বধা এই মন্ত্রে পাদ্য দিবার রীতিক্রমে দেবতার উদ্দেশে দিবে।

মধুপর্ক—কাংস্য বা রৌপ্যাদি পাত্রে দধি, ঘৃত, মধু, চিনি ও অল্প জল গ্রহণ করিবে। মধু অধিক পরিমাণ লইতে হইবে। পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে পাঠ করিবে—

দশোপচার পূজা

ওঁ ঐঁ এতৎ পাদ্যং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ
ওঁ ঐঁ এষঃ অর্ঘ্যঃ ,, ,, ,,

ওঁ সর্বকল্মষনাশায় পরিপূর্ণসুধাত্মকম্।
মধুপর্কমিমং দেব কল্পয়ামি প্রসীদ মে॥

ওঁ ঐঁ এষ মধুপর্কঃ সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় স্বধা মন্ত্রে পূর্ববৎ দেবতার উদ্দেশে দিবে।

পুনরাচমনীয়—কুশীতে জল লইয়া পূর্ববৎ অর্চনাদি করিয়া পাঠ করিবে—

ওঁ উচ্ছিষ্টমপ্যশুচির্বা যস্য স্মরণমাত্রতঃ।
শুদ্ধিমাপ্নোতি তস্মৈ তে পুনরাচমনীয়কম্॥

ওঁ ঐঁ ইদং পুনরাচমনীয়োদকং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় স্বধা মন্ত্রে পূর্বোক্ত প্রকারে দেবতার উদ্দেশে প্রদান করিবে।

স্নানীয়—প্রথমে গন্ধতৈল নিবেদন করিবে। একটি পাত্রে বা কুশীতে গন্ধতৈল লইয়া পূর্ববৎ অর্চনাদি করিয়া পাঠ করিবে—

ওঁ স্নেহং গৃহাণ স্নেহেন লোকানাং হিতকারক।
সর্বলোকেষু শুদ্ধস্ত্বং দদামি স্নেহমুত্তমম॥

ওঁ ঐঁ ইদং গন্ধতৈলং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি মন্ত্রে প্রদান করিবে।

তৎপরে ভৃঙ্গারাদি পাত্রে বা কুশীতে সুরভিদ্রব্যমিশ্রিত জল লইয়া তাহাতে সচন্দন পুষ্প ও তুলসীপত্র নিক্ষেপ করিয়া পূর্ববৎ অর্চনাদি করিবে এবং কৃতাঞ্জলিপুটে পাঠ করিবে—

ওঁ ঐঁ ইদমাচমনীয়ং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ
ওঁ ঐঁ ইদং স্নানীয়ং ,, ,, ,,

ওঁ ইদং সুশীতলং বারি স্বচ্ছং শুদ্ধং মনোহরম্।
স্নানার্থং তে ময়া ভক্ত্যা কল্পিতং প্রতিগৃহ্যতাম॥

ওঁ ঐঁ ইদং স্নানীয়োদকং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি মন্ত্রে নিবেদন করিয়া বাম হস্তে ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে নিম্নোক্ত বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিবে ও দেবতাকে উদ্দেশে স্নান করাইবে—

ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্বতঃ স্পৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥
ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্।
হোতারং রত্নধাতমম্॥
ওঁ ইষে ত্বোর্জেত্বা বায়বঃ স্থ দেবো বঃ সবিতা।
প্রার্পয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্মণে॥
ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃণানো হব্যদাতয়ে।
নি হোতা সৎসি বর্হিষি॥
ওঁ শন্নো দেবীরভীষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে।
শং যোরভিস্রবন্তু নঃ॥

বস্ত্র—সাধ্যমতো উত্তম ক্ষৌম বা কার্পাস বস্ত্র আধারে স্থাপন করিয়া পূর্ববৎ অর্চনাপূর্বক পাঠ করিবে—

ওঁ মায়াচিত্রপটাচ্ছন্ননিজগুহ্যোরুতেজসে।
নিরাবরণবিজ্ঞায় বাসস্তে কল্পয়াম্যহম্॥

ওঁ ঐঁ ইদং বস্ত্রং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি মন্ত্রে নিবেদন করিবে।

ওঁ ঐঁ এষ গন্ধঃ সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ
ওঁ ঐঁ ইদং সচন্দনপুষ্পং ,, ,, ,,

উত্তরীয়—উত্তরীয় আধারে স্থাপনপূর্বক পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া পাঠ করিবে—

ওঁ যমাশ্রিত্য মহামায়া জগৎসম্মোহিনী সদা।
তস্মৈ তে পরমেশায় কল্পয়াম্যুত্তরীয়কম্॥

ওঁ ঐঁ ইদমুত্তরীয়ং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি মন্ত্রে নিবেদন করিবে।

আভরণ—রজতাঙ্গুরীয় বা স্বর্ণাঙ্গুরীয় অথবা পুষ্পনির্মিত আভরণ [সেক্ষেত্রে '**স্বর্ণাভরণং**' বা '**পুষ্পাভরণং**' বলিবে] আধারোপরি স্থাপন করিয়া পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া পাঠ করিবে—

ওঁ স্বভাবসুন্দরাঙ্গায় নানাশক্ত্যাশ্রয়ায় তে।
রজতং ভূষণং তুভ্যং কল্পয়ামি প্রসীদ মে॥

ওঁ ঐঁ ইদং রজতাভরণং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি মন্ত্রে নিবেদন করিবে।

গন্ধ—কোনো পাত্রে বা বিল্বপত্রে চন্দন, অগুরু বা সুবাসিত অন্য গন্ধদ্রব্য একত্র লইয়া অর্চনাপূর্বক পাঠ করিবে—

ওঁ শরীরং তে ন জানামি চেষ্টাং নৈব চ নৈব চ।
ময়া নিবেদিতান্ গন্ধান্ প্রতিগৃহ্য বিলিপ্যতাম্॥

ওঁ ঐঁ এষ গন্ধঃ সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ মন্ত্রে নিবেদন করিবে।

পুষ্প—নানাবিধ সদ্য প্রস্ফুটিত সচন্দন পুষ্প (কীটদষ্ট, পর্যুষিত বা কীটযুক্ত পুষ্প বাদ দিবে) আধারোপরি স্থাপন করিয়া পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া পাঠ করিবে—

ওঁ ঐঁ ইদং সচন্দনবিল্বপত্রং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ
ওঁ ঐঁ ইদং সচন্দনতুলসীপত্রং ,, ,, ,,

ওঁ তুরীয়বনসম্পন্নং নানাগুণমনোহরম্।
আনন্দসৌরভং পুষ্পং গৃহ্যতামিদমুত্তমম্॥

ওঁ ঐঁ এতানি সচন্দনপুষ্পানি সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় বৌষট্ মন্ত্রে নিবেদন করিয়া জ্ঞানমুদ্রায় (তর্জনী-অঙ্গুষ্ঠযোগে) অর্পণ করিবে।

বিল্বপত্র—সচন্দন বিল্বপত্র আধারোপরি রাখিয়া পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া **ওঁ ঐঁ ইদং সচন্দনবিল্বপত্রং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় বৌষট্** মন্ত্রে নিবেদন করিয়া পুষ্পদানের রীতি অনুসারে অর্পণ করিবে।

তুলসীপত্র—শ্বেতচন্দনলিপ্ত তুলসীপত্র হস্তে লইয়া **ওঁ নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা ওঁ ঐঁ ইদং সচন্দনতুলসীপত্রং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ** মন্ত্রে পুষ্পদানের রীতি অনুসারে অর্পণ করিবে।

ধূপ—প্রজ্বলিত ধূপ আধারে স্থাপনপূর্বক পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া পাঠ করিবে—

ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধ্যাঢ্যঃ সুমনোহরঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥

ওঁ ঐঁ এষ ধূপঃ সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ মন্ত্রে অর্ঘ্যজল প্রক্ষেপ দ্বারা নিবেদন করিয়া বাম হস্তে ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামার মধ্যমপর্বে অঙ্গুষ্ঠাগ্রসংযোগে ধূপ উত্তোলন করিবে এবং দেবতার গায়ত্রী (**ওঁ রামকৃষ্ণায় বিদ্মহে গদাধরায় ধীমহি তন্নো দেবঃ প্রচোদয়াৎ**) পাঠ করিতে করিতে তাঁহার নাসিকা পর্যন্ত তিন বার ঘুরাইয়া নিজের দক্ষিণদিকে রাখিবে।

ওঁ ঐঁ এষ ধূপঃ সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ
ওঁ ঐঁ এষ দীপঃ ,, ,, ,,

দীপ—প্রজ্বলিত দীপ পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে—

ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্বতস্তিমিরাপহঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরজ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥

ওঁ ঐঁ এষ দীপঃ সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ মন্ত্রে নিবেদন করিয়া ধূপ নিবেদনবৎ দেবতার নেত্র পর্যন্ত ভ্রামিত করিবে।

নৈবেদ্য—দেবতার সম্মুখে নৈবেদ্য স্থাপন করিয়া পূর্ববৎ অর্চনা করিবে এবং নৈবেদ্য নিবেদনের রীতি অনুসারে প্রোক্ষণাদি করিয়া পাঠ করিবে—

ওঁ নৈবেদ্যং বিবিধং দেব শর্করাদিবিনির্মিতম্।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বর॥

ওঁ ঐঁ ইদং সোপকরণনৈবেদ্যং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি মন্ত্রে নিবেদন করিয়া নৈবেদ্য নিবেদনের রীতি অনুসারে পরবর্তী অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিবে।

পানীয় জল—পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া পাঠ করিবে—

ওঁ সমস্তদেবদেবেশ সর্বতৃপ্তিকরং পরম্।
অখণ্ডানন্দসম্পূর্ণং গৃহাণ জলমুত্তমম্॥

ওঁ ঐঁ ইদং পানার্থোদকং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ মন্ত্রে নিবেদন করিবে।

পুনরাচমনীয়—পূর্বোক্ত পুনরাচমনীয় দানের রীতি অনুসারে অর্পণ করিবে।

ওঁ ঐঁ ইদং সোপকরণনৈবেদ্যং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ
ওঁ ঐঁ ইদং পানার্থোদকং ,, ,, ,,

তাম্বূল—সুবাসিত তাম্বূল সম্মুখে রাখিয়া অর্চনাপূর্বক পাঠ করিবে—

ওঁ ফলপত্রসমাযুক্তং 'নানাগুণ মনোহরম্'।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা তাম্বূলং প্রতিগৃহ্যতাম্॥

ওঁ ঐঁ ইদং তাম্বূলং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি মন্ত্রে প্রদান করিবে।

মাল্য—আধারে স্থাপনপূর্বক চন্দনাদি দিয়া পূর্ববৎ অর্চনা করিয়া পাঠ করিবে—

ওঁ সূত্রেণ গ্রথিতং মাল্যং নানাপুষ্পসমন্বিতম্।
শ্রীযুক্তং লম্বমানঞ্চ গৃহাণ পরমেশ্বর॥

ওঁ ঐঁ ইদং মাল্যং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি মন্ত্রে নিবেদন করিবে ও দেবতাকে পরাইয়া দিবে।

পুষ্পাঞ্জলি—**ওঁ ঐঁ এষ সচন্দনপুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলিঃ সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় বৌষট্** মন্ত্রে তিন বার অঞ্জলি দিবে। পরে যথাশক্তি জপ করিয়া (অন্যূন ১০৮ বার) যথারীতি জপবিসর্জনপূর্বক প্রণাম করিবে।

আবরণ পূজা—নিত্য পূজায় উক্ত রীতি অনুসারে তত্তন্মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দ্বারা অথবা পঞ্চোপচারে সেই সেই দেবতার পূজা করিবে। সম্ভব হইলে শ্রীশ্রীমায়ের ও শ্রীশ্রীস্বামীজীর পূজা ষোড়শোপচারে বা দশোপচারে করিবে। পরে পুনঃ গন্ধপুষ্প দ্বারা শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা করিয়া তিন বার বা পাঁচ বার পুষ্পাঞ্জলি দিবে—**ওঁ ঐঁ এষ সচন্দনপুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলিঃ**

ওঁ ঐঁ ইদং পুনরাচমনীয়ং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ
ওঁ ঐঁ ইদং তাম্বূলং ,, ,, ,,

(স্নানীয় ও নৈবেদ্যাদি নিবেদনবিধি ৩১-৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ওঁ ঐঁ এষ সচন্দনপুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলিঃ সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় বৌষট্ মন্ত্রে এক বার, তিন বার বা পাঁচ বার পুষ্পাঞ্জলি দিবে।

ওঁ ঐঁ এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীরামকৃষ্ণষড়ঙ্গদেবতাভ্যো নমঃ, ওঁ ঐঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে সর্বদেবদেবীস্বরূপিণ্যৈ শ্রীসারদাদেব্যৈ নমঃ, ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে বিবেকানন্দাদি-শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষদেভ্যো নমঃ, ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীরামকৃষ্ণাবরণদেবতাভ্যো নমঃ।

এইরূপে গন্ধপুষ্প দ্বারা প্রত্যেকের পূজা করিবে। পরে মূলমন্ত্র ১০৮ বার জপ করিয়া গোযোনিমুদ্রায় দেবতার দক্ষিণ হস্তে নিম্নোক্ত মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিবে—

ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্তা ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেব ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বর॥

সাঙ্গায় সাবরণায় সশক্তিকায় সপার্ষদায় সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় বৌষট্। পরে যথাশক্তি জপ করিয়া স্তব পাঠ করিবে।

ভোগ ও আরতি—তৎপর যথারীতি ভোগনিবেদন ও আরাত্রিক করিয়া হোম করিবে।

পরে প্রণাম করিবে—

ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।

অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

এই সময়ে শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রীস্বামীজী প্রভৃতি উপস্থিত বিগ্রহের পূজা করিতে হয়।

নৈবেদ্য ও ভোগনিবেদন—দেবতার সম্মুখে অথবা দক্ষিণে আধারোপরি নৈবেদ্য স্থাপন করিয়া **বং এতস্মৈ সোপকরণ-নৈবেদ্যায় নমঃ** বলিয়া তিন বার নৈবেদ্যের উপর জলের ছিটা দিবে। পরে **ফট্** মন্ত্রে প্রোক্ষণ, **হূঁ** মন্ত্রে অবগুণ্ঠনমুদ্রা প্রদর্শন ও চক্রমুদ্রায় অভিরক্ষণ করিয়া **যং** মন্ত্রে দোষসমূহ শোষণ, **রং** মন্ত্রে দহন, **বং** মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন দ্বারা অমৃতীকরণ (অথবা নৈবেদ্য অমৃতময় হইয়াছে ভাবনা করিবে) এবং মৎস্যমুদ্রায় আচ্ছাদন করিয়া মূলমন্ত্র দশ বার জপ করিবে। পরে **ওঁ ঐঁ ইদং সোপকরণনৈবেদ্যং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি** মন্ত্রে অর্ঘ্যোদক দ্বারা দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ-অনামিকাযোগে ছিটা দিবে; পুনরায় দক্ষিণ হস্তে অর্ঘ্যজল লইয়া **ওঁ অমৃতোপস্তরণমসি স্বাহা** মন্ত্রে প্রদান করিবে। পরে বাম হস্তে গ্রাসমুদ্রা প্রদর্শন করিয়া **প্রাণায় স্বাহা, অপানায় স্বাহা, ব্যানায় স্বাহা, উদানায় স্বাহা, সমানায় স্বাহা**—এই পঞ্চমন্ত্রে দক্ষিণ হস্তের প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা দেখাইবে। অনন্তর কিছুক্ষণ চিন্তা করিবে যেন দেবতা নৈবেদ্য গ্রহণ করিতেছেন।

এই সময় মূলমন্ত্র যথাশক্তি জপ করিবে। পুনরায় অর্ঘ্যজল লইয়া **ওঁ অমৃতাপিধানমসি স্বাহা** মন্ত্রে দেবতার সম্মুখে প্রদান করিবে। পরে পানীয়, পুনরাচমনীয় ও তাম্বূল নিবেদন করিবে।

ভোগনিবেদনে নৈবেদ্য-নিবেদনের রীতি অনুযায়ী সমস্ত কর্ম করিবে। কেবল নিবেদনের মন্ত্রে সামান্য পার্থক্য আছে। যথা, **ওঁ ঐঁ ইদং সোপকরণমন্নং সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নিবেদয়ামি।** পানার্থোদক, আচমনীয়, তাম্বূল পূর্ববৎ নিবেদন করিবে।

শ্রীশ্রীমায়ের পূজা

প্রথমে শ্রীশ্রীমায়ের ছবি আর্দ্রবস্ত্র দ্বারা মার্জনা করিয়া শুষ্কবস্ত্র দ্বারা মুছিবে ও চন্দনাদি দ্বারা শোভিত করিয়া সিংহাসনে স্থাপনপূর্বক করাঙ্গন্যাস করিয়া ধ্যান করিবে।

করন্যাস—হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, হ্রূং মধ্যমাভ্যাং বষট্, হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হূং, হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্, হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাস—হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ, হ্রীং শিরসে স্বাহা, হ্রূং শিখায়ৈ বষট্, হ্রৈং কবচায় হূং, হ্রৌং নেত্রাভ্যাং বৌষট্, হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্ অস্ত্রায় ফট্।

ধ্যান—কূর্মমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণ করিয়া হৃদয়ে জ্যোতির্ময় মূর্তি ভাবনা করিয়া হস্তস্থিত পুষ্প মস্তকে স্থাপনপূর্বক মানসপূজা করিবে। তৎপরে করাঙ্গন্যাস করিয়া পুনরায় ধ্যান করিবে ও হস্তস্থিত পুষ্প পটে বা পূজাযন্ত্রে স্থাপন করিয়া দেবীর অধিষ্ঠান চিন্তা করিয়া দশোপচারে বা পঞ্চোপচারে পূজা করিবে।

ধ্যান—**ওঁ ধ্যায়েচ্চিত্তসরোজস্থাং সুখাসীনাং কৃপাময়ীম্।**
প্রসন্নবদনাং দেবীং দ্বিভুজাং স্থিরলোচনাম্॥
আলুলায়িতকেশার্ধবক্ষঃস্থলবিমণ্ডিতাম্।
শ্বেতবস্ত্রাবৃতার্ধাঙ্গাং হেমালঙ্কারভূষিতাম্॥
স্বক্রোড়ন্যস্তহস্তাঞ্চ জ্ঞানভক্তিপ্রদায়িনীম্।

শুভ্রাং জ্যোতির্ময়ীং জীবপাপসন্তাপহারিণীম্॥
রামকৃষ্ণগতপ্রাণাং তন্নামশ্রবণপ্রিয়াম্।
তদ্ভাবরঞ্জিতাকারাং জগন্মাতৃস্বরূপিণীম্॥

পঞ্চোপচারে পূজা[১]—

ওঁ ঐঁ হ্রীঁ এষ গন্ধঃ সর্বদেবদেবীস্বরূপিণ্যৈ শ্রীসারদাদেব্যৈ নমঃ।
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ইদং সচন্দনপুষ্পং ,, ,, ,,
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ইদং সচন্দনবিল্বপত্রং ,, ,, ,,
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ এষ ধূপঃ ,, ,, ,,
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ এষ দীপঃ ,, ,, ,,
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ইদং সোপকরণনৈবেদ্যং ,, ,, ,,
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ইদং পানার্থোদকং ,, ,, ,,
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ইদমাচমনীয়োদকং ,, ,, ,,
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ইদং তাম্বূলং ,, ,, ,,

অতঃপর এক বার, তিন বার বা পাঁচ বার পুষ্পাঞ্জলি দিবে—

ওঁ ঐঁ হ্রীঁ এষ সচন্দনপুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলিঃ সর্বদেবদেবীস্বরূপিণ্যৈ শ্রীসারদাদেব্যৈ নমঃ।

---

১ শ্রীশ্রীসারদাদেবীর ষোড়শোপচারে পূজা করিতে হইলে আসনাদি সমস্ত উপচার শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজার অনুরূপ অর্চনা করিয়া মন্ত্রপাঠপূর্বক নিবেদন করিতে হইবে। দেবীবিষয়ক উপচারদানের মন্ত্রসমূহ পৃথক দেওয়া হইল। (পৃঃ ৪৬-৫০)

পরে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে—

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীসারদাদেব্যা অঙ্গদেবতাভ্যো নমঃ।

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীসারদাদেব্যা আবরণদেবতাভ্যো নমঃ।

অতঃপর যথাশক্তি মূলমন্ত্র জপ করিয়া—

ওঁ গুহ্যাতিগুহ্যগোপ্ত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপম্।
সিদ্ধির্ভবতু মে দেবি ত্বৎপ্রসাদান্মহেশ্বরি॥

এই মন্ত্রে জপ সমর্পণ করিয়া প্রণাম করিবে।

প্রণাম মন্ত্র—

ওঁ যথাগ্নের্দাহিকাশক্তী রামকৃষ্ণে স্থিতা হি যা।
সর্ববিদ্যাস্বরূপাং তাং সারদাং প্রণমাম্যহম্॥

শ্রীশ্রীস্বামীজীর পূজা

স্বামীজীর ছবি পূর্ববৎ মার্জনাদি করিয়া চন্দনাদি দ্বারা শোভিত করিয়া সিংহাসনে স্থাপন করিবে।

করন্যাস—বাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, বীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা, বুং মধ্যমাভ্যাং বষট্‌, বৈং অনামিকাভ্যাং হুঁ, বৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্‌, বঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাম্‌ অস্ত্রায় ফট্‌।

অঙ্গন্যাস—বাং হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদি।

ধ্যান—কূর্মমুদ্রায় পুষ্প গ্রহণ করিয়া জ্যোতির্ময় মূর্তি ভাবনা করিবে।

স্বামীজীর ধ্যান—

ওঁ বিশ্বাচার্যং জগদ্বন্দ্যং বিবেকানন্দরূপিণম্‌।
বীরেশ্বরাৎ সমুৎপন্নং সপ্তর্ষিমণ্ডলাগতম্‌॥
জ্ঞানভক্তিপ্রদাতারং পদ্মাক্ষগৌরবিগ্রহম্‌।
ধ্যায়েদ্দেবং জ্যোতিঃপুঞ্জং লোককল্যাণকারিণম্‌॥

ধ্যানান্তে পূর্ববৎ মানসপূজাদি সম্পন্ন করিয়া দশোপচারে বা পঞ্চোপচারে পূজা করিবে।

পঞ্চোপচারে পূজা—

ওঁ ঐঁ এষ গন্ধঃ শ্রীমদ্‌বিবেকানন্দায় নমঃ।
ওঁ ঐঁ ইদং সচন্দনপুষ্পং শ্রীমদ্‌বিবেকানন্দায় নমঃ॥

এইরূপে তাম্বূল পর্যন্ত নিবেদন করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান ও মূলমন্ত্র জপ করিয়া প্রণাম করিবে—

ওঁ পরতত্ত্বে সদালীনো রামকৃষ্ণসমাজ্ঞয়া।
যো ধর্মস্থাপনরতো বীরেশং তং নমাম্যহম্॥

অন্য কোনো বিগ্রহ থাকিলে এই সময় যথাবিধি পূজা সম্পন্ন করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে—**ওঁ ঐঁ এতে গন্ধপুষ্পে সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ।**

ওঁ ঐঁ এষ সচন্দনপুষ্পবিল্বপত্রাঞ্জলিঃ সাঙ্গায় সাবরণায় সশক্তিকায় সপার্ষদায় সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ মন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলি দিবে ও যথাশক্তি (১০০৮ বা ১০৮) মূলমন্ত্র জপ করিয়া জপ সমর্পণপূর্বক স্তবপাঠ করিবে এবং সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া আত্মসমর্পণ করিবে (**এতৎ কর্ম শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু**)। অতঃপর সোপকরণ অন্নাদিভোগ নিবেদন করিবে।

আরাত্রিক

বিশেষ পূজায় ভোগের পর আরাত্রিক করিতে হয়। সন্ধ্যায় দীপারাধনা নিত্যই বিধেয়। সামান্যার্ঘ্যের পার্শ্বে একটি ত্রিকোণ মণ্ডল করিয়া তদুপরি পঞ্চপ্রদীপ (বা দীপমালা) স্থাপন করিবে এবং **ফট্** মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিয়া **এতস্যৈ নীরাজনদীপমালায়ৈ নমঃ** মন্ত্রে অর্ঘ্যজল দ্বারা অর্চনা করিবে। পরে **এতদধিপতয়ে দেবায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতৎসম্প্রদানায় ওঁ ঐঁ সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ** মন্ত্রে অর্ঘ্যজল দ্বারা পূজা করিবে।

ওঁ ঐঁ এষা দীপমালা সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ মন্ত্রে অর্ঘ্যজলবিন্দু প্রক্ষেপপূর্বক নিবেদন করিবে এবং দক্ষিণ হস্তে দীপ উঠাইয়া বাম হস্তে ঘণ্টাধ্বনি করিতে করিতে মূলমন্ত্র অথবা স্তোত্রপাঠ সহকারে দেবতার শ্রীচরণে ৪ বার, নাভিদেশে ২ বার, মুখমণ্ডলে ৩ বার ও সর্বাঙ্গে ৭ বার ঘুরাইয়া একপার্শ্বে রাখিবে। পরে যথাক্রমে কর্পূরদীপ, জলপূর্ণ শঙ্খ, বস্ত্র, পুষ্প ও চামর দ্বারা পূর্ববৎ আরাত্রিক করিবে। শেষে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিবে।

শ্রীশ্রীমায়ের বিশেষপূজায় ষোড়শোপচারদান মন্ত্র

আসন—আধারে স্থাপন করিয়া **বং এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ** মন্ত্রে তিন বার জলের ছিটা দিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা অর্চনা করিবে—**ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ রজতাসনায় নমঃ, ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, ওঁ ঐঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদান্যৈ শ্রীসারদাদেব্যৈ নমঃ।** এইরূপে সমস্ত উপচারদ্রব্যাদি সহ দেবীর অর্চনা করিয়া নিবেদন করিতে হইবে। তৎপরে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবে—

ওঁ প্রসীদ জগতাং মাতঃ সংসারার্ণবতারিণি।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা আসনং সফলং কুরু॥
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ইদং রজতাসনং সর্বদেবদেবীস্বরূপিণ্যৈ শ্রীসারদাদেব্যৈ নমঃ মন্ত্রে প্রদান করিবে। এইরূপে—

স্বাগত—**ওঁ যস্যা দর্শনমিচ্ছন্তি দেবাঃ স্বাভীষ্টসিদ্ধয়ে।**
তস্যৈ তে পরমেশানি স্বাগতং স্বাগতঞ্চ মে॥
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ সর্বদেবদেবীস্বরূপিণি শ্রীসারদাদেবি স্বাগতং সুস্বাগতং তে।

পাদ্য—**ওঁ পাদ্যং গৃহ্ণ মহাদেবি সর্বদুঃখাপহারিণি।**
ত্রায়স্ব বরদে দেবি নমস্তে সর্বমঙ্গলে॥
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ এতৎ পাদ্যং...শ্রীসারদাদেব্যৈ নমঃ।

অর্ঘ্য—ওঁ তাপত্রয়হরং দিব্যং পরমানন্দলক্ষণম্।
তাপত্রয়বিমোক্ষায় তবার্ঘ্যং কল্পয়াম্যহম্॥
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ এষ অর্ঘ্যঃ...শ্রীসারদাদেব্যৈ স্বাহা।

আচমনীয়—ওঁ ইমা আপো ময়া ভক্ত্যা তব পাণিতলেঽর্পিতা।
আচাময় মহাদেবী প্রীত্যা শান্তিং প্রযচ্ছ মে॥
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ইদমাচমনীয়োদকং...শ্রীসারদাদেব্যৈ স্বধা।

মধুপর্ক—ওঁ মধুপর্কং মহাদেবি ব্রহ্মাদ্যৈঃ পরিকল্পিতম্।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহাণ পরমেশ্বরি॥
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ এষ মধুপর্কং...শ্রীসারদাদেব্যৈ স্বধা।

পুনরাচমনীয়—ওঁ জলং সুশোভনং দেবি স্বচ্ছমত্যন্তশীতলম্।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পুনরাচমনং কুরু॥
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ইদং পুনরাচমনীয়োদকং...শ্রীসারদাদেব্যৈ স্বধা।

গন্ধতৈল—স্নেহং গৃহাণ স্নেহেন লোকানাং হিতকারিণি।
সর্বলোকেষু শুদ্ধা ত্বং দদামি স্নেহমুত্তমম্॥
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ইদং গন্ধতৈলং...শ্রীসারদাদেব্যৈ নিবেদয়ামি।

স্নানীয়—জলঞ্চ শীতলং স্বচ্ছমিদং শুদ্ধং মনোহরম্।
স্নানার্থং তে ময়া ভক্ত্যা কল্পিতং প্রতিগৃহ্যতাম্॥
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ইদং স্নানীয়োদকং...শ্রীসারদাদেব্যৈ নমঃ।

বস্ত্র—ওঁ তন্তুসন্তানসন্নদ্ধং রঞ্জিতং রাগবস্তুনা।
মহাদেবি ভজ প্রীতিং বাসস্তে পরিধীয়তাম্॥
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ইদং বস্ত্রং...শ্রীসারদাদেব্যৈ নিবেদয়ামি।

আভরণ—ইদং আভরণম্ দেবী অঙ্গলগ্নং মনোহরম্।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা গৃহ্যতাং পরমেশ্বরি॥
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ইদমাভরণং...শ্রীসারদাদেব্যৈ নিবেদয়ামি।

সিন্দূর—ওঁ শিরোভূষণসিন্দূরং ভর্তুরায়ুবিবর্ধনম্।
সর্বরত্নাধিকং দিব্যং সিন্দূরং প্রতিগৃহ্যতাম্॥
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ইদং সিন্দূরং...শ্রীসারদাদেব্যৈ নিবেদয়ামি।

অলক্ত—ওঁ পাদয়োঃ শোভনং দিব্যমলক্তং সুমনোহরম্।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা স্থানং দেহি পদাম্বুজে॥
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ইদমলক্তং...শ্রীসারদাদেব্যৈ নিবেদয়ামি।

কজ্জল—ওঁ অঞ্জনং পরমং দিব্যং নেত্রয়োর্ভূষণং মহৎ।
গৃহাণ বরদে দেবি প্রসীদ বরবর্ণিনি॥
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ইদং কজ্জল্যং...শ্রীসারদাদেব্যৈ নিবেদয়ামি।

গন্ধ—ওঁ পরমানন্দসৌরভ্যপরিপূর্ণদিগন্তরম্
গৃহাণ পরমং গন্ধং কৃপয়া পরমেশ্বরি॥
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ এষ গন্ধঃ...শ্রীসারদাদেব্যৈ নমঃ।

পুষ্প—ওঁ পুষ্পং মনোহরং দিব্যং সুগন্ধি দেবনির্মিতম্।
হৃদ্যমদ্ভুতমাঘ্রেয়ং দেবি দত্তং প্রগৃহ্যতাম্॥
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ইদং সচন্দনপুষ্পং...শ্রীসারদাদেব্যৈ বৌষট্।

বিল্বপত্র—ওঁ অমৃতোদ্ভবং শ্রীবৃক্ষং শঙ্করস্য সদাপ্রিয়ম্।
বিল্বপত্রং প্রযচ্ছামি পবিত্রং তে সুরেশ্বরি॥
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ইদং সচন্দনবিল্বপত্রং...শ্রীসারদাদেব্যৈ বৌষট্।

পুষ্পমাল্য—ওঁ সূত্রেণ গ্রথিতং মাল্যং নানাপুষ্পসমন্বিতম্।
গন্ধচন্দনসংযুক্তং গৃহাণ পরমেশ্বরি॥
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ইদং পুষ্পমাল্যং...শ্রীসারদাদেব্যৈ নিবেদয়ামি।

ধূপ—ওঁ বনস্পতিরসো দিব্যো গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ।
আঘ্রেয়ঃ সর্বদেবানাং ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ এষ ধূপঃ...শ্রীসারদাদেব্যৈ নমঃ।

দীপ—ওঁ অগ্নিজ্যোতী-রবিজ্যোতিশ্চন্দ্রজ্যোতিস্তথৈব চ।
জ্যোতিষামুত্তমো দেবি দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ এষ দীপঃ...শ্রীসারদাদেব্যৈ নমঃ।

নৈবেদ্য—ওঁ নৈবেদ্যং বিবিধং দিব্যং সুমিষ্টং ফলমূলকম্।
শর্করাদিসমাযুক্তং চর্ব্যং চোষ্যং প্রতিগৃহ্যতাম্॥
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ইদং সোপকরণনৈবেদ্যং...শ্রীসারদাদেব্যৈ নিবেদয়ামি।

পানীয়—জলঞ্চ শীতলং স্বচ্ছং সুগন্ধি সুমনোহরম্।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পানীয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ইদং পানার্থোদকং...শ্রীসারদাদেব্যৈ নমঃ।

পুনরাচমনীয়—পূর্ব্ববৎ।

তাম্বূল—ফলপত্রসমাযুক্তং কর্পূরেণ সুবাসিতম্।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা তাম্বূলং প্রতিগৃহ্যতাম্॥
ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ইদং তাম্বূলং...শ্রীসারদাদেব্যৈ নিবেদয়ামি।

অতঃপর পুষ্পাঞ্জলিদান, জপ ও প্রণামাদি করিবে।

সংক্ষিপ্ত হোম

উপক্রম—পূর্বমুখে উপবেশন করিয়া আচমন, সামান্যার্ঘ্য স্থাপন, আসনশুদ্ধি ও গুর্বাদিপ্রণাম করিবে। তদনন্তর বালুকা দ্বারা হস্তপ্রমাণ চতুষ্কোণ স্থণ্ডিল রচনা করিয়া সেই স্থণ্ডিলের মধ্যভাগে তর্জনী-অঙ্গুষ্ঠযোগে কুশমূল দ্বারা বিন্দুগর্ভ ত্রিকোণ (পুং দেবতা স্থলে ঊর্ধ্বমুখ, স্ত্রী দেবতা হইলে অধোমুখ), তাহার বাহিরে ষট্‌কোণ, তাহার বাহিরে বৃত্ত এবং সেই বৃত্তকে অষ্টদল পদ্মের কর্ণিকাস্বরূপ কল্পনা করিয়া তাহার অষ্টদিকে অষ্টদল অঙ্কিত করিবে। তাহার চতুর্দিকে ভূপুর অঙ্কিত করিয়া তন্মধ্যে অষ্টদল পদ্মের অগ্নিকোণে (পূর্ব-দক্ষিণে) **নমঃ** মন্ত্রে অর্ধহস্ত পরিমিত উত্তরাগ্র তিনটি রেখা এবং বায়ুকোণে (উত্তর-পশ্চিমে) পূর্বাগ্র তিনটি সরলরেখা অঙ্কিত করিবে।

স্থণ্ডিল পূজা—অতঃপর **ওঁ ঐঁ** মূলমন্ত্রে স্থণ্ডিল বীক্ষণ, **ফট্** মন্ত্রে প্রোক্ষণ, **ফট্** মন্ত্রে কুশ দ্বারা তাড়ন, **হূঁ** মন্ত্রে প্রোক্ষণ, **ফট্** মন্ত্রে ঊর্ধ্বোর্ধ্ব তালত্রয়ে রক্ষণ, মূলমন্ত্রে পুষ্পাঞ্জলিদান ও প্রণবে (**ওঁ**) অভ্যুক্ষণ করিবে।

যন্ত্রের মধ্যস্থলে **ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে বহ্নের্যোগপীঠায় নমঃ** মন্ত্রে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে। পরে পূর্বাগ্র রেখা তিনটিতে যথাক্রমে পূজা করিবে—**ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে মুকুন্দায় নমঃ, ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ঈশানায় নমঃ, ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে পুরন্দরায় নমঃ**। উত্তরাগ্র রেখা

তিনটিতেও যথাক্রমে পূজা করিবে—**ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ব্রহ্মণে নমঃ, ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে বৈবস্বতায় নমঃ, ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ইন্দবে নমঃ।** পুনরায় যন্ত্রের মধ্যস্থলে **ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে শ্রীরামকৃষ্ণস্থণ্ডিলায় নমঃ** মন্ত্রে পূজা করিবে।

বাগীশ্বরী ধ্যান—অতঃপর বাগীশ্বরী ধ্যান করিবে—**ওঁ বাগীশ্বরীমৃতুস্নাতাং নীলেন্দীবরসন্নিভাম্। বাগীশ্বরেণ সংযুক্তাং ক্রীড়াভাবসমন্বিতাম্। শ্রীরামকৃষ্ণস্বরূপাম্॥**

পরে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে—**ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে বাগীশ্বর্যৈ নমঃ। ওঁ হ্রীঁ এতে গন্ধপুষ্পে বাগীশ্বরায় নমঃ।**

অগ্নি শোধন—যথাবিহিত অগ্নি আনয়ন করিয়া বিহিত পাত্রে (কাংস্যপাত্রে বা সমিধোপরি) স্থাপনপূর্বক মূলান্তে **ওঁ ঐঁ সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় বৌষট্** মন্ত্রে বীক্ষণ, **ফট্** মন্ত্রে কুশ দ্বারা তাড়ন, **ফট্** মন্ত্রে প্রোক্ষণ, **হূঁ** মন্ত্রে অবগুণ্ঠনমুদ্রা প্রদর্শন, **বং** মন্ত্রে ধেনুমুদ্রা প্রদর্শন দ্বারা অগ্নি সংস্কার করিয়া **রং** মন্ত্রে কিঞ্চিন্মাত্র অগ্নি লইয়া **হূঁ ফট্ ক্রব্যাদেভ্যঃ স্বাহা** মন্ত্রে নৈর্ঋতকোণে পরিত্যাগ করিবে।

অগ্নি-স্থাপন—অনন্তর **ওঁ** মন্ত্রে দুই হস্তে অগ্নি উদ্ধৃত করিয়া মণ্ডলোপরি তিন বার দক্ষিণাবর্তে ঘুরাইয়া হাঁটু পাতিয়া বিপরীত দিক হইতে আপনার অভিমুখে মণ্ডলমধ্যস্থলে স্থাপন করিবে। পরে **রং বহ্নিমূর্তয়ে নমঃ, রং বহ্নিচৈতন্যায় নমঃ** মন্ত্রদ্বয়ে গন্ধপুষ্প

দ্বারা পূজা করিবে এবং **ওঁ চিৎপিঙ্গল হন হন দহ দহ পচ পচ সর্বজ্ঞাজ্ঞাপয় স্বাহা** মন্ত্রে জ্বালিনীমুদ্রা দেখাইয়া অগ্নি প্রজ্বালিত করিবে ও করজোড়ে পাঠ করিবে—**ওঁ অগ্নিং প্রজ্বলিতং বন্দে জাতবেদং হুতাশনম্। সুবর্ণবর্ণমমলং সমিদ্ধং বিশ্বতোমুখম্॥** এইরূপে অগ্নির উপাসনাপূর্বক করজোড়ে অগ্নি-নামকরণ করিবে—**ওঁ অগ্নে ত্বং শ্রীরামকৃষ্ণনামাসি।**

অগ্নি-আবাহন—অতঃপর আবাহনাদি পঞ্চমুদ্রায় অগ্নির আবাহন করিবে—**ওঁ শ্রীরামকৃষ্ণনামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ। ইহ তিষ্ঠ, ইহ তিষ্ঠ। ইহ সন্নিধেহি, ইহ সন্নিধেহি। ইহ সন্নিরুদ্ধস্ব, ইহ সন্নিরুদ্ধস্ব। ইহ সম্মুখীভব, ইহ সম্মুখীভব। অত্রাধিষ্ঠানং কুরু, মম পূজাং গৃহাণ।**

অগ্নি-পূজা—পঞ্চোপচারে ঐ অগ্নির অর্চনা করিবে—**ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা এষ গন্ধঃ শ্রীরামকৃষ্ণনামাগ্নয়ে নমঃ।**

ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ...ইদং সচন্দনপুষ্পং শ্রীরামকৃষ্ণনামাগ্নয়ে নমঃ।
ওঁ বৈশ্বানর...এষ ধূপ ,, নমঃ।
ওঁ বৈশ্বানর...এষ দীপঃ ,, নমঃ।
ওঁ বৈশ্বানর...ইদং সোপকরণনৈবেদ্যং ,, নমঃ।
ওঁ বৈশ্বানর...ইদং তাম্বূলং ,, নমঃ।

পরে গন্ধপুষ্প দ্বারা পূজা করিবে—

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে অগ্নের্হিরণ্যাদিসপ্তজিহ্বাভ্যো নমঃ।

ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে সহস্রার্চিষে হৃদয়ায় নমঃ ইত্যাদ্যগ্নিষড়ঙ্গেভ্যো নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে অগ্নয়ে জাতবেদসে ইত্যাদ্যষ্টমূর্তিভ্যো নমঃ।

বহির্দেশে—ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ব্রাহ্ম্যাদ্যষ্টশক্তিভ্যো নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে পদ্মাদ্যষ্টনিধিভ্যো নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে ইন্দ্রাদিলোকপালেভ্যো নমঃ।
ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে বজ্রাদ্যস্ত্রেভ্যো নমঃ।

স্রুক-স্রুব সংস্কার— স্রুক ও স্রুব (যাহা দ্বারা আহুতি দেওয়া যায়) অধোমুখ করিয়া অগ্নিতে তপ্ত করিবে। পরে উহা বাম হস্তে রাখিয়া তাহার অগ্রভাগ, মধ্য ও মূলদেশ কুশ দ্বারা মার্জন ও জল দ্বারা প্রোক্ষণপূর্বক পুনরায় তপ্ত করিয়া মার্জিত কুশ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে এবং নিজের দক্ষিণে কুশোপরি ঐ স্রুক ও স্রুব স্থাপন করিবে।

ঘৃত-সংস্কার—কুশোপরি ঘৃতপাত্র স্থাপন ও **ফট্** মন্ত্রে প্রোক্ষণ করিয়া তাহাতে ঘৃত স্থাপন করিবে। পরে বীজমন্ত্র পাঠপূর্বক ঐ ঘৃত বীক্ষণ, **ফট্** মন্ত্রে কুশ দ্বারা তাড়ন, **হূঁ** মন্ত্রে প্রোক্ষণ, **ফট্** মন্ত্রে ঊর্ধ্বোর্ধ্ব তালত্রয়ে রক্ষণ ও **বং** মন্ত্রে যোনিমুদ্রা প্রদর্শন করিবে। পরে ঘৃত অগ্নিতে গলাইয়া তদুপরি জ্বালিত কুশপত্রদ্বয় **হূঁ** মন্ত্রে ঘুরাইয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর অর্ধহস্তপরিমিত কুশপত্রদ্বয় ঘৃতোপরি স্থাপন করিয়া ঘৃতকে তিন ভাগ করিবে এবং

বাম ভাগের ঘৃতকে ঈড়া, মধ্য ভাগকে সুষুম্না ও দক্ষিণ ভাগকে পিঙ্গলারূপ ভাবনা করিয়া হোম করিবে।

আহুতি প্রদান—**নমঃ** মন্ত্রে দক্ষিণ ভাগ হইতে ঘৃত লইয়া (১) **ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা** মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণ নেত্রে (যে স্থানে অগ্নি অল্পমাত্র জ্বলিতেছে) আহুতি দিবে ও দক্ষিণ ভাগে স্থাপিত কোনো পাত্রে হুতশেষ ঘৃত রাখিবে। পরে **নমঃ** মন্ত্রে বাম ভাগ হইতে ঘৃত লইয়া (২) **ওঁ সোমায় স্বাহা** মন্ত্রে অগ্নির বাম নেত্রে আহুতি দিবে। পরে **নমঃ** মন্ত্রে মধ্য ভাগ হইতে ঘৃত লইয়া (৩) **ওঁ অগ্নীষোমাভ্যাং স্বাহা** মন্ত্রে অগ্নির ললাট নেত্রে আহুতি দিবে। পুনরায় দক্ষিণ ভাগ হইতে **নমঃ** মন্ত্রে ঘৃত লইয়া (৪) **ওঁ অগ্নয়ে স্বিষ্টিকৃতে স্বাহা** মন্ত্রে অগ্নির মুখে (যে স্থানে অগ্নি অধিক জ্বলিতেছে) আহুতি দিবে। প্রত্যেক আহুতির পর হুতশেষ রাখিতে হয়।

মহাব্যাহৃতি হোম—ঘৃত দ্বারা এই চারিটি মন্ত্রে আহুতি দিবে—(১) **ওঁ ভূঃ স্বাহা**, (২) **ওঁ ভুবঃ স্বাহা**, (৩) **ওঁ স্বঃ স্বাহা**, (৪) **ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা**। তৎপরে **ওঁ বৈশ্বানর জাতবেদ ইহাবহ লোহিতাক্ষ সর্বকর্মাণি সাধয় স্বাহা** মন্ত্রে তিন বার ঘৃত দ্বারা আহুতি দিবে।

তৎপরে বীজমন্ত্রের সহিত **স্বাহা** পদ যোগ করিয়া (**ওঁ ঐঁ স্বাহা**) ২৫ বার আহুতি দিবে এবং পরে আপনার সহিত অগ্নি ও দেবতার ঐক্য চিন্তা করিয়া ঐ (**ওঁ ঐঁ স্বাহা**) মন্ত্রে ১১ বার আহুতি প্রদান করিবে।

সঙ্কল্প—তাম্রপাত্রে হরীতকী, কুশ, তিল, তুলসী, গন্ধ, জল লইয়া বাম হস্তোপরি রাখিবে এবং দক্ষিণ কর আচ্ছাদন করিয়া বীরাসনে পূর্বমুখ হইয়া বলিবে—**তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুক-রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে অমুক-তিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ শ্রীরামকৃষ্ণপ্রী শ্রীরামকৃষ্ণপূজাকর্মণি 'ওঁ ঐঁ সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরা স্বাহা' ইতি মন্ত্রেণ অষ্টোত্তরশত-(বা অষ্টাবিংশতি) সাজ্যবিল্বপত্রৈঃ হোমমহং করিষ্যামি (স্বার্থে—করিষ্যে)।**

অতঃপর ঈশানকোণে তাম্রপাত্র উপুড় করিয়া **যজ্জাগ্রতদূরমুদৈতি** ইত্যাদি সঙ্কল্পসূক্ত মন্ত্রে আতপ তণ্ডুল ছ

অতঃপর হবনীয় বিল্বপত্রে যথাযথভাবে অভ্যুক্ষণ ও করিয়া পূর্বোক্ত **ওঁ ঐঁ সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণা** মন্ত্রে মৃগমুদ্রায় এক একটি সাজ্যবিল্বপত্র গ্রহণ করিয়া প্রদান করিবে। পরে **ওঁ ঐঁ হ্রীঁ সর্বদেবদেবীস্বরূপিণ্যৈ শ্রীসারদ স্বাহা** মন্ত্রে সাজ্যবিল্বপত্র দ্বারা তিনটি (বা যথাসাধ্য) আহুতি করিবে।

তৎপরে (১) **ওঁ ঐঁ শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য অঙ্গদেবতাভ্যঃ** (২) **ওঁ ঐঁ শ্রীরামকৃষ্ণদেবস্য আবরণদেবতাভ্যঃ স্বাহা** ম একটি আহুতি দিবে এবং **ওঁ ঐঁ বিবেকানন্দাদি-শ্রীরামকৃষ্ণপার্ষ স্বাহা** মন্ত্রে একটি আহুতি দিবে অথবা পার্ষদগণের

পৃথক পৃথক আহুতি দিবে; অতঃপর অন্যান্য (গুরু-গণেশাদি) পূজিত দেবতার প্রত্যেককে এক একটি আহুতি প্রদান করিবে।

পূর্ণাহুতি—পান ও কলা (বা কোনো বিহিত ফল) সহ ঘৃতপূর্ণ পাত্র (স্রুব) হস্তে লইয়া দাঁড়াইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে পূর্ণাহুতি দিবে—**ওঁ ঐঁ সর্বদেবদেবীস্বরূপায় শ্রীরামকৃষ্ণায় স্বাহা, ওঁ ইতঃপূর্বং প্রাণবুদ্ধিদেহধর্মাধিকারতো জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাসু মনসা বাচা কর্মণা হস্তাভ্যাং পদ্ভ্যামুদরেণ শিশ্না যৎকৃতং যদুক্তং যৎস্মৃতং তৎসর্বং ব্রহ্মার্পণং ভবতু স্বাহা, মাং মদীয়ঞ্চ সকলং শ্রীরামকৃষ্ণচরণে সমর্পয়ে। ওঁ তৎসৎ।** এই সময় **ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥ হরিঃ ওঁ তৎসৎ**—এই বৈদিক মন্ত্রও অনেকে পাঠ করিয়া থাকেন।

অগ্নিবিসর্জন—সংহারমুদ্রায় দেবতাকে অগ্নি হইতে স্বহৃদয়ে আনয়ন করিয়া **ক্ষমস্ব** মন্ত্রে অগ্নি বিসর্জন করিবে এবং **ওঁ অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ** মন্ত্রে অগ্নিকে দক্ষিণদিকে চালিত করিবে। পরে **ওঁ পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব** মন্ত্রে অগ্নির ঈশানকোণে দধি বা দুগ্ধ (তদভাবে জল) নিক্ষেপ করিবে।

পূর্ণপাত্র উৎসর্গ—**বং এতস্মৈ পূর্ণপাত্রায়** অথবা **পূর্ণপাত্রানুকল্পায়** ভোজ্যায় **নমঃ, ওঁ** এতদধিপতয়ে দেবায় **শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতৎসম্প্রদানায় ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ**, এইরূপে যথাবিধি অর্চনা করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে উৎসর্গ করিবে। **বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি**

অমুক-রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ কৃতৈতৎ-শ্রীরামকৃষ্ণপূজাঙ্গীভূতহোমকর্মণঃ সাঙ্গতার্থং ব্রহ্মদক্ষিণামিদং পূর্ণপাত্রং (অথবা **পূর্ণপাত্রানুকল্পং ভোজ্যং) তস্মৈ ব্রহ্মণেঽহং সম্প্রদদে (দদানি)** বলিয়া জলবিন্দু প্রক্ষেপ দ্বারা উৎসর্গ করিবে। এই সময়ে নিম্নোক্ত মন্ত্রে দেবতার উদ্দেশে দক্ষিণা দান করিতে হইবে।

দক্ষিণা—রজতখণ্ড বা স্বর্ণখণ্ড (বা হরীতকী বা পুষ্প) কোনো পাত্রে স্থাপন করিয়া অর্চনা করিবে। **বং এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় রজতখণ্ডায় নমঃ** মন্ত্রে তিন বার প্রোক্ষণ (চিৎহস্তে জলের ছিটা) করিয়া **ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে কাঞ্চনমূল্যায় রজতখণ্ডায় নমঃ, ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে দেবায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, ওঁ এতে গন্ধপুষ্পে এতৎসম্প্রদানায় শ্রীরামকৃষ্ণায় নমঃ** মন্ত্রে পূজা করিবে।

বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুকে মাসি অমুক-রাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুক-তিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকঃ শ্রীরামকৃষ্ণপ্রীতিকামনয়া কৃতৈতৎ-শ্রীরামকৃষ্ণপূজাকর্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং রজতখণ্ডমর্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং শ্রীরামকৃষ্ণায় তুভ্যমহং সম্প্রদদে (পরার্থে—**দদানি**) বলিয়া অর্ঘ্যজলবিন্দু প্রক্ষেপ দ্বারা নিবেদনপূর্বক দেবতার উদ্দেশে প্রদান করিবে।

অতঃপর অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য সমাধান করিবে। প্রথমে করজোড়ে বলিবে—**ওঁ কৃতৈতৎকর্মাচ্ছিদ্রমস্তু**। পরে দক্ষিণ হস্তে

জল গণ্ডূষ লইয়া বলিবে—**ওঁ তৎসদদ্য... ...কৃতেঽস্মিন্ কর্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে** এবং দশ বার যথাশক্তি **ওঁ বিষ্ণুঃ** জপ করিয়া **তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্** ইত্যাদি মন্ত্রে বিষ্ণুস্মরণ করিবে। তৎপরে এক গণ্ডূষ জল লইয়া **এতৎ কর্মফলং শ্রীরামকৃষ্ণায়ার্পণমস্তু** মন্ত্রে দেবতাকে স্মরণ করিয়া তাঁহার উদ্দেশে জল প্রদান করিবে এবং করজোড়ে পাঠ করিবে—

ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥

পরে দেবতাকে প্রণাম করিবে এবং স্রুবলগ্ন ভস্ম দ্বারা তিলক করিবে। মন্ত্র—**হ্রীঁ ক্লীঁ সর্বশান্তিকরো ভব।**

অতঃপর ক্ষমাপ্রার্থনা করিবে—করজোড়ে বলিবে—

ওঁ বিধিহীনং ক্রিয়াহীনং মন্ত্রহীনং যদর্চিতং
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পরিপূর্ণং তদস্তু মে।
কর্মণা মনসা বাচা ত্বত্তো নান্যো গতির্মম
অন্তশ্চারেণ ভূতানাং দ্রষ্টা ত্বং পরমেশ্বর॥

নিম্নোক্ত মন্ত্রে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া আত্মসমর্পণকরতঃ চরণামৃত পান করিয়া প্রসাদ ধারণ করিবে।

ওঁ নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপং ভক্তানুকম্পা ধৃতবিগ্রহং বৈ।
ঈশাবতারং পরমেশমীড্যং তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামি॥

শ্রীরামকৃষ্ণস্তোত্রাণি

(১)

ওঁ হ্রীং ঋতং ত্বমচলো গুণজিৎ গুণেড্যঃ
ন-ক্তন্দিবং সকরুণং তব পাদপদ্মম্।
মো-হঙ্কষং বহুকৃতং ন ভজে যতোঽহং
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো॥১॥

ভ-ক্তির্ভগশ্চ ভজনং ভবভেদকারি
গ-চ্ছন্ত্যলং সুবিপুলং গমনায় তত্ত্বম্।
ব-ক্ত্রোদ্ধৃতন্তু হৃদি মে ন চ ভাতি কিঞ্চিৎ
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো॥২॥

তে-জস্তরন্তি তরসা ত্বয়ি তৃপ্ততৃষ্ণাঃ
রা-গে কৃতে ঋতপথে ত্বয়ি রামকৃষ্ণে।
ম-র্ত্যামৃতং তব পদং মরণোর্মিনাশং
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো॥৩॥

কৃ-ত্যং করোতি কলুষং কুহকান্তকারি
ষ্ণা-ন্তং শিবং সুবিমলং তব নাম নাথ।
য-স্মাদহং ত্বশরণো জগদেকগম্য
তস্মাত্ত্বমেব শরণং মম দীনবন্ধো॥৪॥

(২)

আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহো
লোকাতীতোঽপ্যহহ ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম্।
ত্রৈলোক্যেপ্যপ্রতিমমহিমা জানকীপ্রাণবন্ধো
ভক্ত্যা জ্ঞানং বৃতবরবপুঃ সীতয়া যোহি রামঃ॥১॥

স্তব্ধীকৃত্য প্রলয়কলিতম্বাহবোত্থং মহান্তং
হিত্বা রাত্রিং প্রকৃতিসহজামন্ধতামিস্রমিশ্রাম্।
গীতং শান্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ
সোঽয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষো রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম্॥২॥

(৩)

নরদেব দেব জয় জয় নরদেব
শক্তিসমুদ্রসমুত্থতরঙ্গং দর্শিতপ্রেমবিজৃম্ভিতরঙ্গম্॥
সংশয়রাক্ষসনাশমহাস্ত্রং যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্যম্।
নরদেব দেব জয় জয় নরদেব॥১॥

অদ্বয়তত্ত্বসমাহিতচিত্তং প্রোজ্জ্বলভক্তিপটাবৃতবৃত্তম্।
কর্মকলেবরমদ্ভুতচেষ্টং যামি গুরুং শরণং ভববৈদ্যম্।
নরদেব দেব জয় জয় নরদেব॥২॥

শ্রীরামকৃষ্ণপ্রণামঃ

ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

শ্রীসারদাদেবীস্তোত্রম্

প্রকৃতিং পরমামভয়াং বরদাং নররূপধরাং জনতাপহরাম্।
শরণাগতসেবকতোষকরীং প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্॥১॥

গুণহীনসুতানপরাধযুতান্ কৃপয়াঽদ্য সমুদ্ধর মোহগতান্।
তরণীং ভবসাগরপারকরীং প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্॥২॥

বিষয়ং কুসুমং পরিহৃত্য সদা চরণাম্বুরুহামৃতশান্তিসুধাম্।
পিব ভৃঙ্গমনো ভবরোগহরাং প্রণমামি পরাং জননীং জগতাম্॥৩॥

কৃপাং কুরু মহাদেবি সুতেষু প্রণতেষু চ।
চরণাশ্রয়দানেন কৃপাময়ি নমোঽস্তু তে॥৪॥

লজ্জাপটাবৃতে নিত্যং সারদে জ্ঞানদায়িকে।
পাপেভ্যো নঃ সদা রক্ষ কৃপাময়ি নমোঽস্তু তে॥৫॥

রামকৃষ্ণগতপ্রাণাং তন্নামশ্রবণপ্রিয়াম্।
তদ্ভাবরঞ্জিতাকারাং প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ॥৬॥

পবিত্রং চরিতং যস্যাঃ পবিত্রং জীবনং তথা।
পবিত্রতাস্বরূপিণ্যৈ তস্যৈ কুর্মো নমো নমঃ॥৭॥

দেবীং প্রসন্নাং প্রণতার্তিহন্ত্রীং যোগীন্দ্রপূজ্যাং যুগধর্মপাত্রীম্।
তাং সারদাং ভক্তিবিজ্ঞানদাত্রীং দয়াস্বরূপাং প্রণমামি নিত্যম্॥৮॥

স্নেহেন বধ্নাসি মনোঽস্মদীয়ং দোষানশেষান্ সগুণীকরোষি।
অহেতুনা নো দয়সে সদোষান্ স্বাঙ্কে গৃহীত্বা যদিদং বিচিত্রম্॥৯॥

প্রসীদ মাতর্বিনয়েন যাচে নিত্যং ভব স্নেহবতী সুতেষু।
প্রেমৈকবিন্দুং চিরদগ্ধচিত্তে বিষিঞ্চ চিত্তং কুরু নঃ সুশান্তম্॥১০॥

জননীং সারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্গুরুম্।
পাদপদ্মে তয়োঃ শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ॥১১॥

শ্রীশ্রীমহাবীরের পূজা

শ্রীশ্রীসীতাদেবীর সহিত শ্রীরামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন ও মহাবীরকে প্রণামানন্তর পূজার আসনে বসিয়া গুরু ও ইষ্টের চিন্তা করিবে। আচমনাদি করিয়া মহাবীরের ধ্যান করিবে এবং মানসপূজা করিবে।

মহাবীরের ধ্যান—

ওঁ মহাশৈলং সমুৎপাট্য ধাবন্তং রাবণং প্রতি
তিষ্ঠ তিষ্ঠ রণে দুষ্ট ঘোররাবং সমুৎসৃজন্।
লাক্ষারসারুণং রৌদ্রং কালান্তকযমোপমং
জ্বলদগ্নিলসন্নেত্রং সূর্যকোটিসমপ্রভম্
অঙ্গদাদ্যৈর্মহাবীরৈর্বেষ্টিতং রুদ্ররূপিণম্॥

পূজামন্ত্র—হং হনুমতে রুদ্রাত্মকায় হুং ফট্ (এষ গন্ধঃ বা অন্য উপাচার) হনুমতে নমঃ।

প্রণামমন্ত্র—আঞ্জনেয়মতিপাটলাননং কাঞ্চনাদ্রিকমনীয় বিগ্রহম্।
পারিজাততরুমূলবাসিনং ভাবয়ামি পবমাননন্দম্॥

শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে পূজা

যথানিয়মে আচমনাদি হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণপূজা বা বিশেষপূজাক্রমে প্রতি প্রহরে বাণলিঙ্গে বা প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গাদিতে পূজা করা হইয়া থাকে। কেবল চারি প্রহরে যথাক্রমে দুগ্ধ, দধি, ঘৃত ও মধু দ্বারা মহাদেবকে স্নান করাইবার পরেই প্রতিবার গঙ্গাজল দ্বারা পুনরায় স্নানীয় দিতে হয় এবং প্রতি প্রহরে পৃথক পৃথক মন্ত্রে অর্ঘ্য দিতে হয়। স্নানীয় ও অর্ঘ্যদানের বিশেষ মন্ত্রগুলি এখানে প্রদত্ত হইল।

প্রথম প্রহরে (স্নানমন্ত্র)—ওঁ হৌঁ ঈশানায় নমঃ ইদং ক্ষীরস্নানীয়ং শিবায় নমঃ। (গঙ্গাজল) **ওঁ নমঃ শিবায় ইদং স্নানীয়ং শিবায় নমঃ।**

(অর্ঘ্যমন্ত্র)—ওঁ শিবরাত্রিব্রতং দেব পূজাজপপরায়ণঃ। করোমি বিধিবদ্দত্তং গৃহাণার্ঘ্যং মহেশ্বর॥ ওঁ নমঃ শিবায় এষ অর্ঘ্যঃ শিবায় নমঃ মন্ত্রে নিবেদন করিবে এবং যথারীতি অন্য উপচারাদি দান করিবে।

দ্বিতীয় প্রহরে (স্নানমন্ত্র)—ওঁ হৌঁ অঘোরায় নমঃ ইদং দধিস্নানীয়ং শিবায় নমঃ। পুনরায় গঙ্গাজল দ্বারা পূর্ববৎ স্নানীয় নিবেদন করিবে।

(অর্ঘ্যমন্ত্র)—ওঁ নমঃ শিবায় শান্তায় সর্বপাপহরায় চ। শিবরাত্রৌ

দদাম্যর্ঘ্যং প্রসীদ উময়া সহ॥ ওঁ নমঃ শিবায় এষ অর্ঘ্যঃ শিবায় নমঃ মন্ত্রে দান করিবে।

তৃতীয় প্রহরে (স্নানমন্ত্র)—**ওঁ হৌঁ বামদেবায় নমঃ ইদং আজ্যস্নানীয়ং শিবায় নমঃ।** পুনরায় পূর্ব্ববৎ গঙ্গাজল দ্বারা স্নান করাইবে।

(অর্ঘ্যমন্ত্র)—**ওঁ দুঃখদারিদ্র্যশোকেন দগ্ধোঽহং পার্বতীপ্রিয়। শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যমুমাকান্ত প্রসীদ মে॥** পূর্ব্ববৎ দান করিবে।

চতুর্থ প্রহরে (স্নানমন্ত্র)—**ওঁ হৌঁ সদ্যোজাতায় নমঃ ইদং মধুস্নানীয়ং শিবায় নমঃ।** পুনরায় পূর্বের ন্যায় গঙ্গাজল স্নানীয় দিবে।

(অর্ঘ্যমন্ত্র)—**ওঁ ময়া কৃতান্যনেকানি পাপানি হর শঙ্কর। শিবরাত্রৌ দদাম্যর্ঘ্যম্ উমাকান্ত গৃহাণ মে॥** পূর্ব্ববৎ দান করিবে।

প্রতি প্রহরে পূজান্তে জপ, বন্দনা ও স্তবাদি পাঠ করিয়া আত্মনিবেদন করিবে।

মুদ্রা

অঙ্কুশমুদ্রা—দক্ষিণ হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া মধ্যমাঙ্গুলি প্রসারিত করিবে। পরে তর্জনী সঙ্কুচিত করিয়া মধ্যমার মধ্যমপর্বে সংলগ্ন করিবে।

অবগুণ্ঠনমুদ্রা—বাম হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া তর্জনীকে প্রসারিত করিবে এবং বাম হইতে দক্ষিণে অধোমুখে ভ্রামিত করিবে।

আবাহন্যাদি পঞ্চমুদ্রা—(১) আবাহনী, (২) সংস্থাপনী, (৩) সন্নিধাপনী, (৪) সন্নিরোধনী এবং (৫) সম্মুখীকরণী।

(১) উভয় হস্তে অঞ্জলিবন্ধন পূর্বক উভয় হস্তের অনামিকার মূল পর্বে অঙ্গুষ্ঠদ্বয় যোগ করিয়া ঊর্ধ্ব হইতে নিম্নে আনয়ন করিলে আবাহনীমুদ্রা হয়। (২) ঐ আবাহনীমুদ্রার করতলদ্বয় অধোমুখ করিলেই সংস্থাপনীমুদ্রা হয়। (৩) উভয় হস্ত মুষ্টিবন্ধনপূর্বক যোগ করিয়া অঙ্গুষ্ঠদ্বয় যোগ করিলেই সন্নিধাপনীমুদ্রা হয়। (৪) ঐ মুদ্রার উভয় হস্তের অঙ্গুষ্ঠদ্বয় অন্তঃপ্রবিষ্ট করিলেই সন্নিরোধনীমুদ্রা হয়। (৫) ঐ সন্নিরোধনীমুদ্রার মুষ্টিদ্বয় উত্তান করিলেই সম্মুখীকরণীমুদ্রা হয়।

কূর্মমুদ্রা—উত্তান বাম হস্তের তর্জনীর অগ্রে অধোমুখ দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠার অগ্রভাগ এবং ঐ বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠাগ্রে দক্ষিণ

হস্তের তর্জনীর অগ্রভাগ সংযোজিত করিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ উন্নতভাবে রাখিবে। অতঃপর বাম হস্তের মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠাঙ্গুলি দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠদেশে স্থাপন করিবে এবং দক্ষিণ হস্তের মধ্যমা ও অনামিকা বাম হস্তের তর্জনী ও অঙ্গুষ্ঠের মধ্যভাগ দিয়া অধোমুখ করিয়া রাখিবে এবং দক্ষিণ হস্তের পৃষ্ঠদেশ কূর্মপৃষ্ঠের ন্যায় উন্নত করিবে।

গালিনীমুদ্রা—করদ্বয় পরস্পর সম্মুখীন করিয়া দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠা বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠে এবং বাম হস্তের কনিষ্ঠা দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠে সংযুক্ত করিবে এবং দক্ষিণ হস্তের তর্জনী, মধ্যমা ও অনামার সহিত বাম হস্তের অনামা, মধ্যমা ও তর্জনী সরলভাবে যোগ করিবে।

গোযোনিমুদ্রা—দক্ষিণ হস্ত মুষ্টি বন্ধন করিয়া উত্তান ও শিথিল করিবে।

গ্রাসমুদ্রা—বাম হস্তের অঙ্গুলিসমূহ পরস্পর বিশ্লিষ্ট ও কিঞ্চিৎ আকুঞ্চিত করিবে।

চক্রমুদ্রা—দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির গর্ভে দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠাঙ্গুলি এবং বাম হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির গর্ভে বাম কনিষ্ঠা থাকিবে, অপর অঙ্গুলিসহ প্রসারিত করিবে; অতঃপর বাম হস্ত দক্ষিণে ও দক্ষিণ হস্ত বামে লইয়া পরস্পর সংযোগ করিবে।

জ্বালিনীমুদ্রা—উভয় হস্তের মণিবন্ধ সংযুক্ত করিয়া অঙ্গুলিসমূহ প্রসারিত করিবে এবং অঙ্গুষ্ঠের সহিত অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠার সহিত কনিষ্ঠা সংযুক্ত করিয়া করতল মধ্যে প্রসারিত করিবে।

তত্ত্বমুদ্রা—বাম হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকার অগ্রভাগ সংযুক্ত করিবে। অনুরূপভাবে দক্ষিণ হস্তেও মতান্তরে তত্ত্বমুদ্রা হয়।

ধেনুমুদ্রা—উভয় হস্তের অঙ্গুলিসমূহকে পরস্পরের সন্ধিমধ্যগত করিয়া উভয় হস্তের কনিষ্ঠার অগ্রভাগের সহিত উভয় হস্তের অনামিকার অগ্রভাগ যোগ করিবে। এইরূপে উভয় হস্তের তর্জনীর অগ্রভাগের সহিত উভয় হস্তের মধ্যমার অগ্রভাগ সংযুক্ত করিবে। ইহাকে ধেনুমুদ্রা বা অমৃতীকরণমুদ্রাও বলা হয়।

নারাচমুদ্রা—দক্ষিণ হস্তের তর্জনীর অগ্রভাগে দক্ষিণাঙ্গুষ্ঠাগ্র যোগ করিয়া অপর অঙ্গুলিসকল প্রসারিত করিবে এবং মুদ্রাযুক্ত হস্ত দক্ষিণ স্কন্ধের উপর স্থাপন করিবে।

পরমীকরণমুদ্রা—অঙ্গুষ্ঠদ্বয় পরস্পর গ্রথিত করিয়া অপর অঙ্গুলিসকল প্রসারিত করিবে।

মৎস্যমুদ্রা—দক্ষিণ করতলের পৃষ্ঠদেশে বাম করতল স্থাপন করিয়া জল মধ্যে ধাবমান মৎস্যের ন্যায় অঙ্গুষ্ঠদ্বয় সঞ্চালিত করিবে এবং অপর অঙ্গুলিসকল সরল রাখিবে।

প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা—(১) দক্ষিণ হস্তে অঙ্গুষ্ঠ, অনামিকা ও কনিষ্ঠার অগ্রভাগ সংযুক্ত করিলে প্রাণমুদ্রা হইবে। (২) অঙ্গুষ্ঠ, মধ্যমা ও তর্জনীর যোগে অপানমুদ্রা। (৩) অঙ্গুষ্ঠ, অনামা ও মধ্যমার যোগে ব্যানমুদ্রা। (৪) কনিষ্ঠা ভিন্ন সমুদয় অঙ্গুলির যোগে উদানমুদ্রা। (৫) সমুদয় অঙ্গুলির যোগে সমানমুদ্রা। এই পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শনকালে বাম হস্তে গ্রাসমুদ্রা প্রদর্শন করিতে হয়।

মৃগমুদ্রা—দক্ষিণ হস্তের অনামিকা, মধ্যমা ও অঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগ পরস্পর সংযুক্ত করিয়া অবশিষ্ট অঙ্গুলিদ্বয় উন্নত ও দণ্ডাকারে রাখিবে।

লেলিহানমুদ্রা—করতল অধোমুখে রাখিয়া তর্জনী, মধ্যমা ও অনামিকা—এই তিন অঙ্গুলি সমানভাবে অধোমুখে স্থাপন করিবে। অতঃপর অনামিকামূলে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ স্থাপন করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলি দণ্ডাকার ও সরল রাখিবে। জীবন্যাসের সময় এই মুদ্রা প্রযুক্ত হয়।

সংহারমুদ্রা—বাম হস্ত অধোমুখ রাখিয়া তদুপরি ঊর্ধ্বমুখ দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিবে এবং উভয় হস্তের কনিষ্ঠার সহিত কনিষ্ঠা, অনামার সহিত অনামা, মধ্যমার সহিত মধ্যমা এবং তর্জনীর সহিত তর্জনী গ্রথিত করিবে। অতঃপর এই সংযুক্ত হস্ত পরিবর্তিত করিবে এবং তর্জনীদ্বয়ের অগ্রভাগসংযোগে নির্মাল্য গ্রহণ করিয়া নাসার সম্মুখে ধারণপূর্বক আঘ্রাণ দ্বারা দেবতাকে হৃদয়ে স্থাপন এবং ঐ নির্মাল্য বিপরীতভাগে হস্ত পরিবর্তন দ্বারা ভূমিতে স্থাপন করিবে।

যোনিমুদ্রা—কনিষ্ঠাদ্বয় পরস্পর সংবদ্ধ করিয়া এক হস্তের তর্জনী দ্বারা অন্য হস্তের অনামিকা বদ্ধ করিবে। এইরূপ বদ্ধ অনামিকাদ্বয়ের উপরে দীর্ঘাকার মধ্যমাদ্বয়ের অগ্রভাগ সংশ্লিষ্ট থাকিবে এবং মধ্যমাদ্বয়ের মূলদেশে অঙ্গুষ্ঠদ্বয়ের অগ্রভাগ বিন্যস্ত করিতে হইবে।
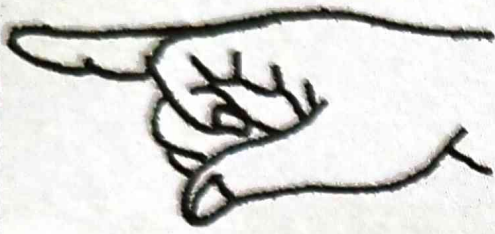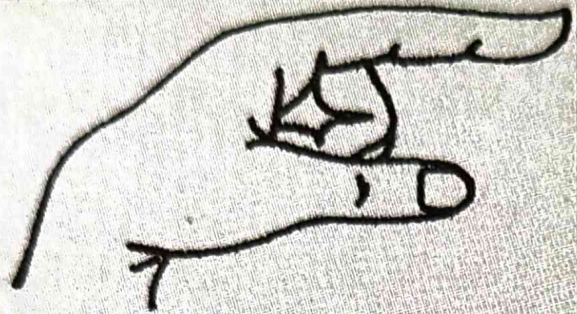
অঙ্কুশমুদ্রা
অবগুণ্ঠনমুদ্রা
আবাহনীমুদ্রা
সংস্থাপনীমুদ্রা
সন্নিধাপনীমুদ্রা
সন্নিরোধনীমুদ্রা
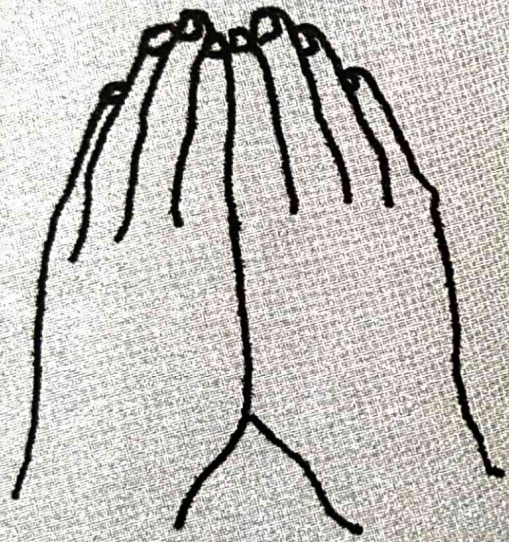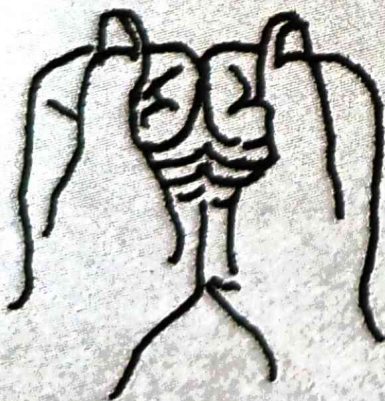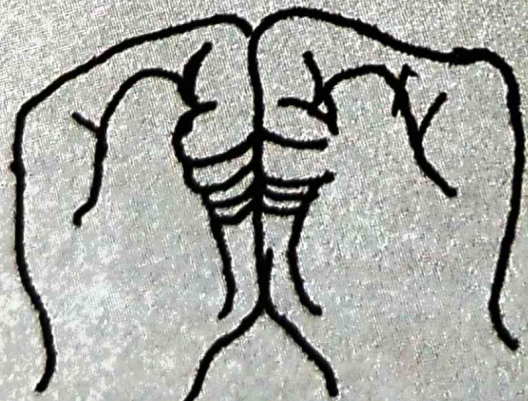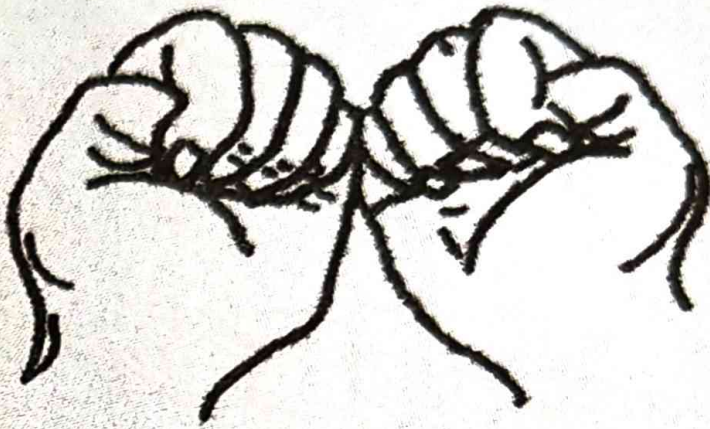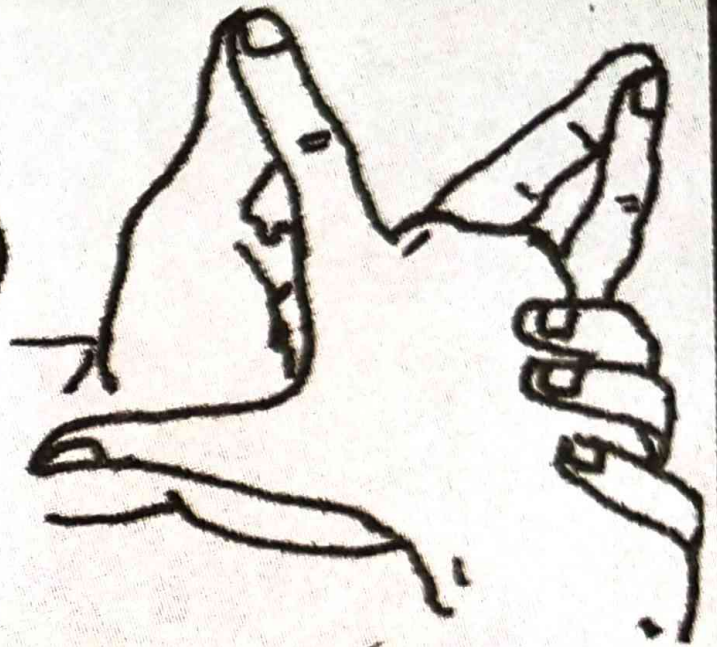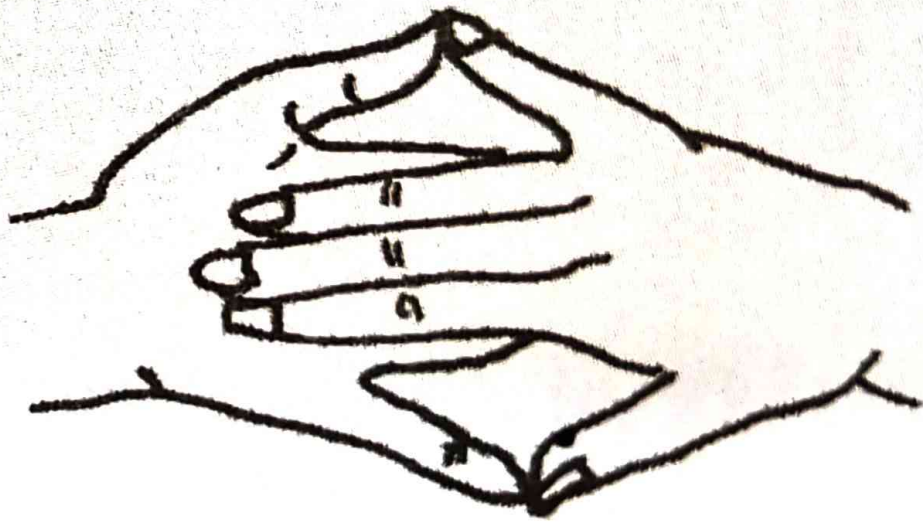
সম্মুখীকরণীমুদ্রা
কূর্মমুদ্রা
গালিনীমুদ্রা
গোযোনিমুদ্রা
গ্রাসমুদ্রা
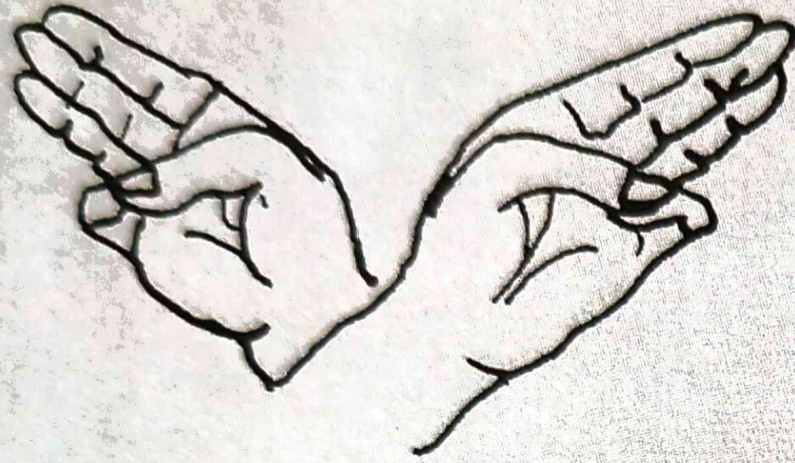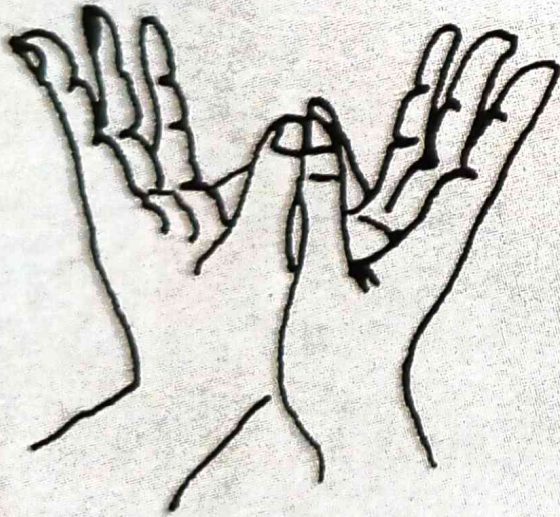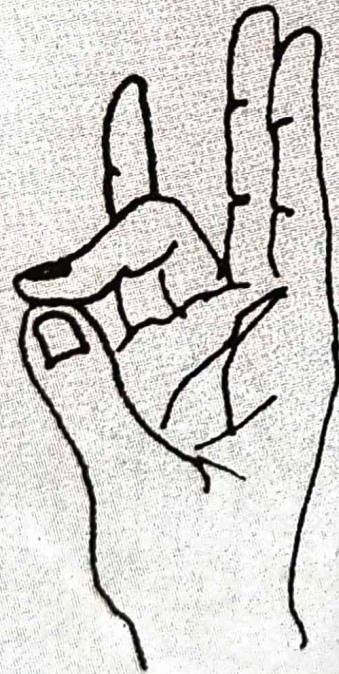
চক্রমুদ্রা
জ্বালিনীমুদ্রা
তত্ত্বমুদ্রা
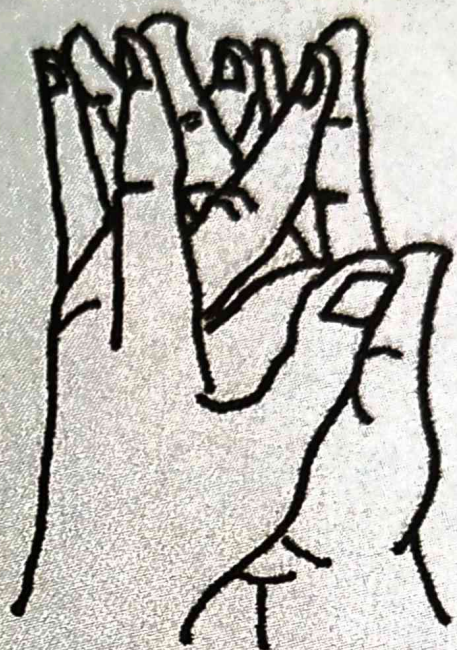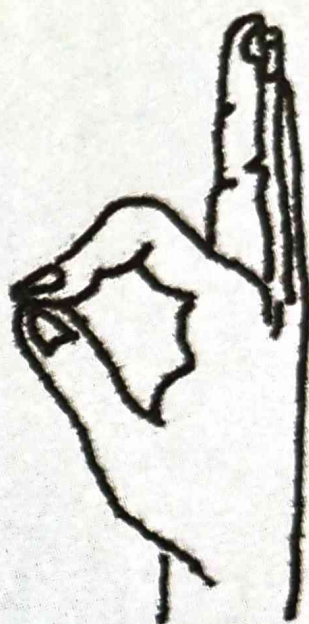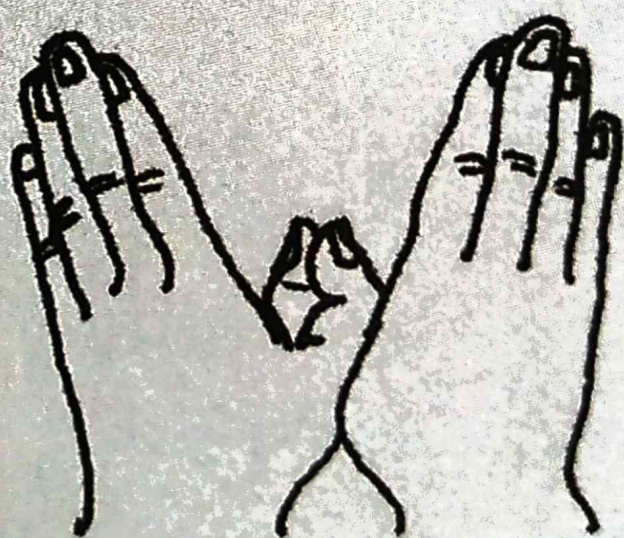
ধেনুমুদ্রা
নারাচমুদ্রা
পরমীকরণমুদ্রা
মৎস্যমুদ্রা
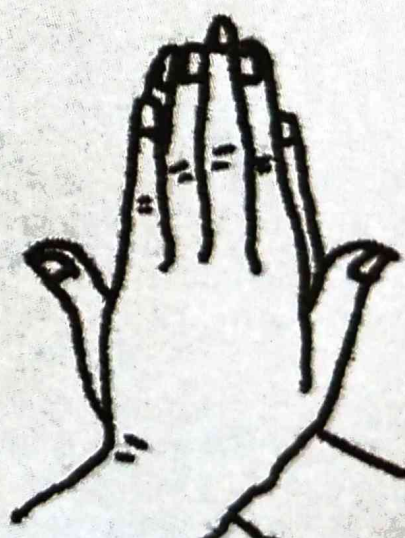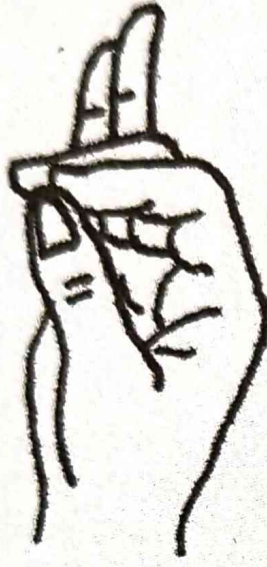
প্রাণমুদ্রা
অপানমুদ্রা
ব্যানমুদ্রা
উদানমুদ্রা
সমানমুদ্রা
লেলিহানমুদ্রা
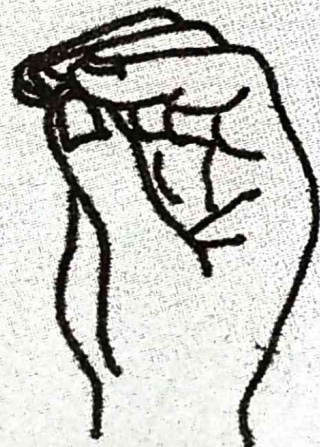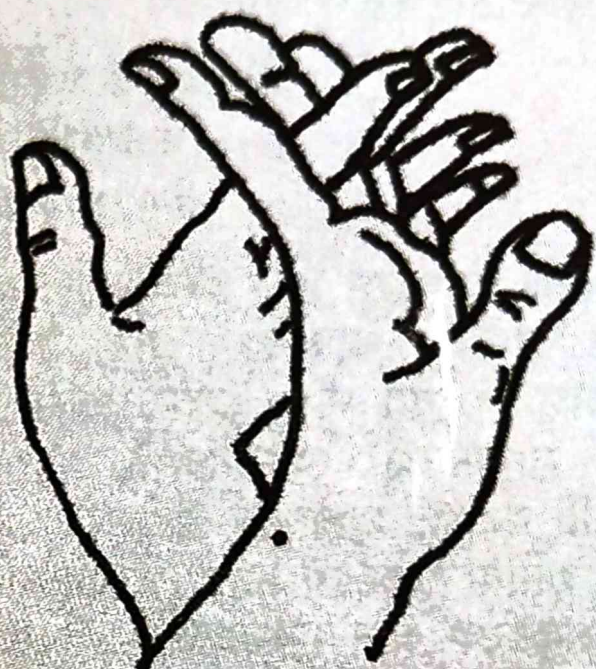
সংহারমুদ্রা (১)
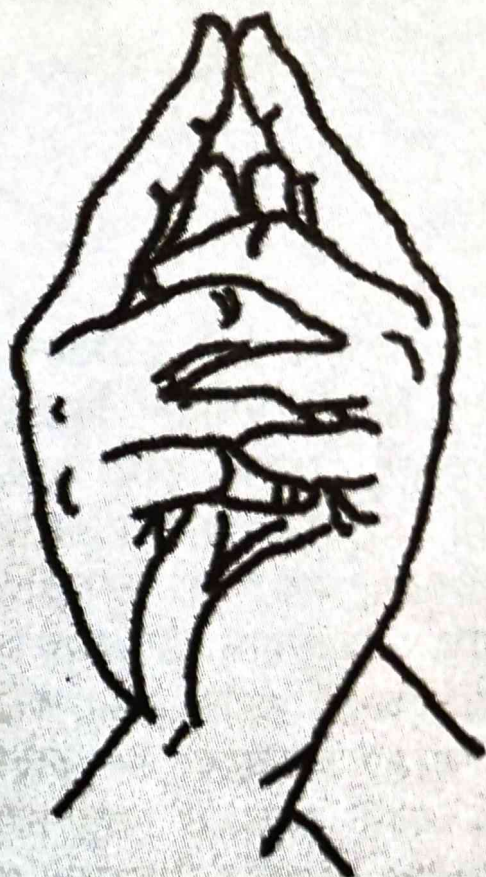
সংহারমুদ্রা (২)
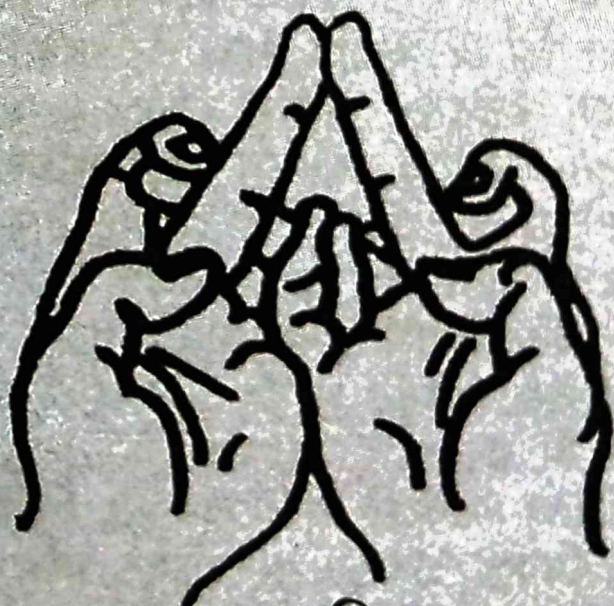
যোনিমুদ্রা

পরিশিষ্ট

(পূজনীয় শ্রীমৎ স্বামী মাধবানন্দজীকে লিখিত)

শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রম
বারাণসী
৩০/৮/৫৬

** পূজ্যপাদ স্বামী প্রেমানন্দ মহারাজ আমাকে মঠে শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা যেভাবে নিজে দেখাইয়া দিয়াছিলেন তাহা লিখিতেছি। ''দেখ্, ঠাকুরঘরে গিয়া বলবি 'ঠাকুর, তুমি আমার ভালমন্দ সব লও; প্রেম, ভক্তি দাও'। তারপর আসনে বসিয়া আচমন, সামান্যার্ঘ্য, আসনশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি, ভূতাপসারণ, সংক্ষেপে ভূতশুদ্ধি (৪টি মন্ত্রে), প্রাণায়াম **হ্রীঁ** মন্ত্রে ৪ বার, করন্যাস ও অঙ্গন্যাস (ঠাকুরের মন্ত্রে) করিয়া ঠাকুরের ধ্যান (**ওঁ ধ্যায়েচ্ছিরসি** ইত্যাদি) অর্থাৎ গুরুর ধ্যান করিয়া ঠাকুরকে স্নান (**সহস্রশীর্ষা**...ইত্যাদি দুই লাইন মন্ত্রে) করাইবে। ** তাহার পর শ্রীশ্রীঠাকুরের ফটো মুছিয়া ঠাকুরের মাথায় একটি লাল ও সাদা চন্দনের ফোঁটা দিবে। পরে সাদা চন্দনে ২টি তুলসীপাতা ডুবাইয়া ঠাকুরের পায়ে (ফটোতে) '**নমস্তে বহুরূপায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে স্বাহা**' বলিয়া দিবে। পরে একটি অর্ঘ্য ঠাকুরের পায়ে দিয়া নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া দিবে। তাহার পর বিশেষার্ঘ্য, পুনরায় গুরুধ্যান করিয়া দশোপচারে পূজা করিবে।'' তিনি (বাবুরাম মহারাজ) এই সময় ঠাকুরকে মালা পরাইতেন, বেদীতে যেখানে আত্মারামের কৌটা ছিল তথায় একটি অর্ঘ্য দিতেন, বেদীকে ফুল দিয়া সাজাইতেন, ঠাকুরের পাদুকায় অর্ঘ্য দিতেন। তিনি সমস্ত দ্রব্য উৎসর্গের সময় '**নমঃ**' মন্ত্র ব্যবহার করিতেন, কেবল তাম্বূলের সময় '**নিবেদয়ামি**' বলিতেন। আমি তাঁহাকে বার বার জিজ্ঞাসা করিয়াছি, ''মহারাজ, পূজার পূর্বেই স্নান করাইয়া একটি অর্ঘ্য দিয়া নৈবেদ্য নিবেদন—এটি কী রকম?'' তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন, ''দেখ্, আমাদের ঠাকুর স্নান করিয়া থাকিতে পারিতেন না, তিনি (কিছু) খাইতেন, সেইজন্য ভগবান নিজে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন সেরূপ করি, তাহা ভিন্ন জানব কীরূপে বল্। তিনি খেলেই সব তুষ্টি।'' ঠাকুরকে পূজা করিয়া তিনি শিব ইত্যাদির পূজা করিতেন। ** ইতি

দাস
হরানন্দ

- লঘুবাক্যবৃত্তি
- শ্রীমহিষাসুরমর্দিনী স্তোত্রম্
- শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (ছোট)
- শ্রীশ্রীচণ্ডী (ছোট)
- শরণাগতি
- শিবমহিম্নঃ স্তোত্রম্
- ভক্ত্যা মাম্ অভিজানাতি
- গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা
- পূজা-বিজ্ঞান
- সাংখ্যকারিকা
- ক্যুইজ্ অন্ গীতা
- গীতা-সার-সংগ্রহ
- শ্রীমদ্ভাগবতম্ (তিন-স্কন্ধ)

উদ্বোধন কার্যালয়
কলকাতা — ৩

মূল্য ঃ ৩০.০০

www.udbodhan.org
@ baghbazar.publication@rkmm.org
Sri Ramakrishna Pujapaddhati
₹ 30.00